

বন্দে মাতরম.

যোগীন্দ্রনাথ সরকার-
সঙ্কলিত

সখারাম গণেশ দেউড়ার
ও
শ্রীপ্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় কর্তৃক
ভূমিকা সংকলিত

সিটি বুক সোসাইটি
৬৮নং কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

প্রকাশক :—সুশীলনাথ সরকার
৬৪ কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

বন্দে মাতরম্

পরিবদ্ধিত সংস্করণ—অষ্টম, ১৩৫৩

মূল্য ১।০ আনা

প্রিন্টার—পি, দাস, সত্যনারায়ণ প্রেস
২৮।৪এ, বিডন রো, কলিকাতা।

ভূমিকা

আজকাল পাশ্চাত্য দেশে পেট্রিয়টিজম্ বলিলে বাঙা বুঝায়, আমাদের দেশে তাহা পূর্বে কখনও ছিল না। কারণ, বর্তমান কালের জ্ঞান পেট্রিয়টিজমের বা স্বদেশ-প্ৰীতির প্রয়োজন সেকালে ছিল না। দেশ বন্ধন স্বাধীন ছিল, রাজারা পুত্রবৎ প্রজ্ঞাপালন করিতেন, বহিঃশত্রুর হস্ত হইতে দেশরক্ষার ভার সমাজের একশ্রেণীর লোকের হস্তে ন্যস্ত ছিল—বরং দেশরক্ষাই ক্ষত্রিয়দের একমাত্র ধর্ম বলিয়া গণ্য ছিল এবং তাঁহারা সেই ধর্ম প্রাণপণে পালন করিতে সর্বদা তৎপর থাকিতেন, তখন স্বভাবতই পেট্রিয়টিজমের প্রয়োজন ছিল না। তাই ভারতীয় প্রাচীন ধর্ম ও সাহিত্যগ্রন্থে কেবল সমাজ-প্ৰীতি, স্বধর্ম-প্ৰীতি, বিধ্বংজনী-প্ৰীতি প্রভৃতির চর্চার উপদেশ ও উদাহরণ দেখিতে পাওয়া যায়। “জননী জন্মভূমিচ্চ স্বর্গদপি গরীয়সী”—এই বাক্যের অর্থ এখনকার তুলনায় অতীব সঙ্গীর্ণ ছিল, সন্দেহ নাই।

ভারতবর্ষের ন্যায় বিশাল দেশ পৃথিবীতে অতি অল্পই আছে। আয়তনে ভারত-ভূমি রুশিয়া-বর্জিত ইউরেশ্যখণ্ডের সমান। এখনকার ন্যায় প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যও পৃথিবীর অন্যত্র কচিৎ দৃষ্ট হয়। এই

কারণে, সমগ্র ভারতবর্ষকে একটি দেশ ও স্বদেশ বলিয়া লোবে মনে করিতে পারিত না। এতদ্বির দেশের প্রতি লোকের ঔদাসীন্যের আর একটি বিশেষ কারণ ছিল—আমরা ভারতবর্ষকে বা স্বদেশকে কখনও হারাই নাই।

মুসলমান-শাসনকালেও আমরা স্বদেশকে কখনও হারাই নাই। নবাব বাদশাহেরা আমাদের নিকট খাজনা লইতেন; হয়ত সময়ে সময়ে জিজিয়া করও আদায় করা হইত; কিন্তু দেশটা আমাদের হাতেই ছিল। মুসলমান নরপতিরা করগ্রাহী ছিলেন; কিন্তু তাঁহারা দেশের উপর আমাদের যে জন্মস্বত্ত্ব ছিল, তাহা হইতে কখনই আমাদেরকে বঞ্চিত করেন নাই। দেশের ধনধান্য দেশের লোকেই সম্পূর্ণরূপে ভোগ করিতে পাইত, মুসলমানের রাজ্যে হিন্দুরা মদ্রিহ ও সেনাপতিত্ব পর্যান্ত করিতে পাইত। মধ্যো মধ্যো রাজনৈতিক অশান্তি ঘটিলেও দেশের শ্রী সমৃদ্ধি সম্পূর্ণ অক্ষুর ছিল, বরং উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতেছিল।

ইংরাজের আমলে আমাদের অন্য উন্নতি বতই হউক, ভারতবর্ষের উপর আমাদের যে জন্মস্বত্ত্ব ছিল, তাহা আমরা ক্রমেই হারাইতেছি। এখন দেশবাসীর পক্ষে দেশের উচ্চপদ লাভের পথ সঙ্কুচিত হইতেছে, দেশের ধনধান্য পরে ভোগ করিতেছে, শিল্পী আর শিল্পকৌশল প্রকাশের অবসর পাইতেছে না, প্রতিভাশালী ব্যক্তিগণ প্রতিভা-বিকাশের উপযুক্ত ক্ষেত্র পাইতেছে না, বলবানের বল প্রকাশের সুযোগ লোপ পাইয়াছে, কৃষকের বহুবল উৎপাদিত শস্ত বিদেশীর উদর-জ্বালা নিবারণ করিতেছে, দেশ দিন দিন নিরন্ন ও নির্ধন হইয়া উঠিতেছে, এক কথায় আমরা “নিজ বাসভূমে পরবাসী” হইয়াছি। এইরূপ চারিদিক হইতে স্বদেশকে হারাইতে বসিয়া আমাদের এখন

বদেশের প্রতি একটা টান জন্মিয়েছে। আমরা সন্দেশে বদেশের প্রতি
প্রীতি অনুভব করিতেছি।

মুসলমান আমলে ভারতবাসী পরতপ হইলেও একপ পরাধীন
ছিল না। ইংরাজের আমল হইতেই ভারতে প্রকৃত পরাধীনতা ও
পরতন্ত্রতার সূত্রপাত হইয়াছে। এই পরাধীনতা ও পরতন্ত্রতার বিষময়
ফলে দেশের লোকের আর পূর্বের ন্যায় সকলে দৃঢ় নাই, কার্যে
উৎসাহ নাই, জীবনে মহৎ উদ্দেশ্য নাই, সকলেই ভুড়িপুণ্ডব নিশ্চল ও
নিষ্কর্ম অবস্থায় কালাহরণ করিতেছে, দেশের জ্ঞানবান ব্যক্তিগণ
দেশের ও সমাজের এই চরবস্থা দর্শনে সন্দেশে ব্যাকুলতা অনুভব
করিতেছেন, নানা সঙ্গীত ও কবিতার আকারে তাহা প্রকাশিত
হইয়াছে। ইহাই বর্তমান কালের বদেশভক্তিমূলক সঙ্গীতগুলির
উৎপত্তির কারণ।

সঙ্গীতের শক্তি অসীম। “গানাত পরতরং নহি।” সঙ্গীতে মানবের
চিত্তবৃত্তিনিচয় একতান হয় ও অসীম শক্তি লাভ করে। সঙ্গীতের
মোহিনীশক্তি তড়িৎ প্রবাহের জ্বাল মুমূর্ষু সমাজশরীরে নবপ্রাণের
সঞ্চার করে। জাতীয় সঙ্গীত ভিন্ন জাতীয়-চিত্তের অবসাদ দূরীকৃত
হয় না, জাতীয়-ভাব যথোচিত বল-বেগ লাভ করে না। এই মহৎ
উদ্দেশ্য সাধনের আশায় বর্তমান সঙ্গীত গ্রন্থের প্রকাশক মহাশয়
“বন্ধে মাতরম্” প্রচার করিতেছেন। এ দেশের প্রসিদ্ধ কবিগণের
উৎকৃষ্ট ও সর্জন প্রাণসিত জাতীয় কবিতা ও সঙ্গীতগুলির অধিকাংশ
ইহাতে সংগৃহীত হইয়াছে। দেশের বর্তমান অবস্থায় একপ একখানি
সঙ্গীত-সংগ্রহের বিশেষ প্রয়োজন ছিল। সুস্বয় শ্রীযুক্ত বোর্গোজনাথ
সরকার এ সময়ে এই মহৎ অভিযানের পূরণে অগ্রসর হইয়া সাধারণের
ধন্যবাদ-ভাজন হইয়াছেন। অধিকতর সুখের বিষয়, তিনি এই

পুস্তকখানি স্বদেশী কাগজেই মুদ্রিত করিয়াছেন। এক্ষণে যে উদ্দেশ্যে “বন্দে মাতরম্” প্রচারিত হইল, তাহা আংশিক ভাবে সুসিদ্ধ হইলেও প্রকাশকের শ্রম সার্থক হইবে।

৭ই ভাদ্র, ১৩১২

কলিকাতা

}

ত্রীসথারাম গণেশ দেউস্বর

ভূমিকা

উনবিংশ শতকে বাঙ্গলা দেশে তত্ত্ববোধিনীসভা, বৃটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন, হিন্দুমেলা প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান এদেশে যে জাতীয়তাবোধ ও স্বাদেশিকতার ভাব-বন্যা জাগাইয়া তুলিয়া ছিলেন, বাঙ্গলার কবিকুল জাতীয় সঙ্গীত রচনা করিয়া সেই ভাব-বন্যাকে আরও প্রগাঢ় করিয়া তুলেন। “মিলে সব ভারত-সন্তান, একতান মনপ্রাণ, গাও ভারতের বশোগান,” “চল্‌রে চল্‌ সব ভারত-সন্তান, মাতৃভূমি করে আহ্বান,” “দিনের দিন সবে দীন, ভারত হয়ে পরাধীন,” “কতকাল পরে বল ভারত রে, দুঃখ-সাগর সাঁতারি পার হবে,” “বন্দে মাতরম্” প্রভৃতি গান ও “বাজ্‌রে শিঙ্গা বাজ্‌ এই রবে,” “ভারতভিক্ষা,” “এ কি স্বকৃত্য এ ভারত-ভূমি” প্রভৃতি কবিতা এদেশবাসীকে দেশপ্রেমে মাতাইয়া তুলিল। জাতীয়-জাগরণে এ সমস্ত সঙ্গীত ও কবিতা জাতির

অমূল্য সম্পদ। এ গুলিকে ভুলিলে অতীতের ঐতিহ্য ও জীবনে স্পন্দনের পারস্পরিকতাকে হারাইয়া জাতির ভিত্তিমূল শিথিল হইয়া পড়িবে। সেজন্য এগুলি বাহাতে বিশ্বতির অভলম্পর্শে তলাইয়া না যায়, জাতির প্রাণ-স্পন্দনে এখনও গতিবেগ এবং শক্তির সঞ্চার করিয়া জাতীয় চিন্তের অবসাদ দূর করিতে সহায়ক হয়, তাহার জন্য এ সকলের সংগ্রহ-পুস্তক একান্ত আবশ্যক। জাতির এই প্রয়োজন উপলব্ধি করিয়া সর্বপ্রথম জাতীয় সঙ্গীতের সংগ্রহ-পুস্তক বাহির করেন দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে। পর বৎসর ঐ সঙ্গীত গুলির ইংরেজি তর্জমা লাহোর হইতে প্রকাশ করেন শ্রীশচন্দ্র বসু ও উহার হিন্দি তর্জমা বাহির করেন শ্রীশবাবুর বন্ধু লাল লোধারাম নন্দ। ঢাকানিবাসী নবকান্ত চট্টোপাধ্যায় “সঙ্গীত-মুক্তাবলী” নামে বাঙ্গলার সকল শ্রেণীর ও সকল ভাবধারার সঙ্গীতের যে বৃহৎ সংগ্রহ-পুস্তক বাহির করেন, তাহাতেও জাতীয় সঙ্গীতের সংগ্রহ ভাল স্থানই লাভ করিয়াছিল। ঠাকুরবাড়ি হইতে প্রকাশিত “স্বরলিপি গীতিমালা” নামে পুস্তকাকারে স্বরলিপির যে পুস্তক বাহির হয়, তাহাতে সর্বপ্রথম কয়েকটি জাতীয় সঙ্গীতের স্বরলিপি প্রকাশিত হইয়াছিল; তাহার পর সরলা দেবী চৌধুরাণী “শত গান” নামক স্বরলিপি-পুস্তকেও কয়েকটি জাতীয় সঙ্গীতের স্বরলিপি প্রকাশ করেন। এ সমস্ত গুলি বিদগ্ধ সমাজে আদৃত হইলেও জন-সাধারণের মধ্যে জাতীয় সঙ্গীতের আদর বাড়ে বিংশতকের প্রারম্ভে, স্বদেশী-আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে। বাঙ্গলার কবিকুল এই সময়ে গানে গানে আকাশে বাতাসে জাতীয় ভাবধারার প্রাবন বহাইয়া দিলেন। এ সময়ে দলে দলে তরুণ গায়কগণ হাটে, মাঠে, ঘাটে স্বদেশী ভাবোদ্দীপক সঙ্গীত গাহিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। এজন্য নূতন নূতন গানের চাহিদা হইতে লাগিল, পুরাতন সঙ্গীত-গুলিকে

খুঁজিয়া বাহির করিয়া শিখিয়া লইবার আগ্রহও দেখা দিল। কিন্তু পূর্বের সংগ্রহপুস্তকগুলি তখন দুর্লভ ও দুপ্রাপ্য হইয়া উঠিয়াছিল। এই সময়ে সেই অভাব দূর করিতে যাহারা চেষ্টা পাইয়া ছিলেন, যোগীন্দ্রনাথ সরকার ছিলেন তাঁহাদের সবার অগ্রণী। তিনি ১৯০৫ খৃষ্টাব্দের ৫ই সেপ্টেম্বর তারিখে “বন্দে মাতরম্” এই নামে তখনকার প্রায় সকল জনপ্রিয় গানের একটি সংগ্রহ-পুস্তক বাহির করিয়া দেশের একটি মহৎ অভাব পূরণ করিলেন। তাঁহার এই কাজ যে সে-সময়ে কত জনপ্রিয় হইয়াছিল এবং দেশের কত বড় চাহিদা তিনি মিটাইয়াছিলেন, তাহা ঐ পুস্তক বাহির হইতে না হইতে ফুরাইয়া যাওয়াতে মাত্র নয়দিনের মধ্যে দ্বিতীয় সংস্করণের প্রকাশ এবং তাহার দুই সপ্তাহ পরে তৃতীয় সংস্করণ বাহির করার প্রয়োজন হইতেই স্পষ্ট বুঝা যায়। একমাসের মধ্যে একটি সংগ্রহ-পুস্তকের তিন তিনটি সংস্করণ বাংলা দেশের পক্ষে এক নূতন ব্যাপার। এই অভূতপূর্ব ঘটনাই যোগীন্দ্রবাবুর শ্রমের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার ও শ্রমের সার্থকতার শ্রেষ্ঠ পরিচয়। যোগীন্দ্রবাবুর পুস্তকের প্রতি জনমনের সাড়া অত্যান্ত সংগ্রহকর্তার সৃষ্টি করিল ও অল্পদিনের মধ্যে নলিনীরঞ্জন সরকার মহাশয় “বন্দনা” নাম দিয়া আর একটি সংগ্রহপুস্তক বাহির করেন। সে সময়ের প্রয়োজন এগুলি মিটাইয়াছে ও জাতীয় আন্দোলনকে দৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করিতে সাহায্য করিয়াছে; কিন্তু উহার প্রয়োজন আজও মেটে নাই। বিশেষ ভাবে যে সমস্ত ঘটনা বা বিষয় জাতির স্বাধীনতালাভের আকাঙ্ক্ষাকে জাগাইয়া তুলিতে সামান্য ভাবেও সাহায্য করিয়াছে, সেগুলিকে শ্রদ্ধার সহিত স্বরণ করা স্বাধীন ভারতে আজ বেগী প্রয়োজন। তাই যোগীন্দ্রবাবুর বংশধরগণ যে পিতার কীর্তিকে বিন্ধিত না হইয়া জাতির সম্মুখে পুনরায় আনিয়াদিলেন, সেজন্ত তাঁহারা

ধন্তবাদের পাত্র। ষোগীন্দ্রবাবুর সংগ্রহের সহিত ইঁহারা আরও
কয়েকটি এমন গান সংযোজিত করিয়াছেন, যেগুলি জাতীয় সঙ্গীত-
জগতে এমন স্থান অধিকার করিয়া বসিয়াছে যে, সেগুলি ব্যতীত
সংগ্রহ-পুস্তক বড়ই অপূর্ণ বোধ হইত। এই নব সংযোজন পুস্তক-
খানিকে সমন্বয়োগী করিয়াছে। আমি আশা করি যে, জনসমাজে
এই সংগ্রহপুস্তকখানি আদৃত হইবে এবং তাহার ফলে ষোগীন্দ্রবাবুর
বংশধরগণের স্মৃতিপূজা সার্থক হইবে।

৬নং গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেন,
২রা আষাঢ়, ১৩৫৫ সাল

ত্ৰিপ্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

প্রকাশকের নিবেদন

স্বদেশী-আন্দোলনের সময়ে মাত্র একমাসের মধ্যেই “বন্দে মাতরমের” তিনটি সংস্করণ মুদ্রিত হয়। সম্ভবতঃ ইহার পরেও আরও ২।১টি সংস্করণ বাহির হইয়া থাকিবে। কিন্তু চতুর্থ বা তাহার পরবর্তী সংস্করণের কোন বই এখন অবধি সংগ্রহ করিতে না পারাতে, ১৯০৫ খৃষ্টাব্দের ২৮শে সেপ্টেম্বর তারিখে প্রকাশিত “বন্দে মাতরম্” তৃতীয় সংস্করণ হইতে এই পুস্তকখানি পুনরায় মুদ্রিত হইল। তৃতীয় সংস্করণে যাহা যাহা ছিল, তাহাদের সবগুলিই এই পুস্তকে আছে, তাহা ছাড়াও এমন কয়েকটি জাতীয়-সঙ্গীত ইহাতে সংযোজিত হইয়াছে, যেগুলি ব্যতীত যে কোন সংগ্রহ-পুস্তক বড়ই অপূর্ণ বোধ হইত।

আশা করি, জন-সমাজে এই নব-কলেবর “বন্দে-মাতরম্” পূর্বের ন্যায়ই আদৃত হইবে।

২রা আষাঢ়,

১৯৫৫ সাল

}

শ্রীমুখীন্দ্রনাথ সরকার

সূচী

বন্দে মাতরম্	...	১
অগ্নি ভুবন-মনো-মোহিনি	...	৩
বন্দি তোমায় ভারত-জননি	...	৪
নম বঙ্গভূমি শ্রামাঙ্গিনী	...	৫
জাগো জাগো ভারত-মাতা	...	৬
অতীত-গৌরব-বাহিনি মম বাণি	...	৭
আমার সোণার বাংলা	...	৮
ভারতবর্ষের মানচিত্র	...	১০
আজি কি তোমার মধুর মূরতি	...	১৬
তুই মা মোদের জগত-আলো	...	১৮
কে এসে যায় ফিরে ফিরে	...	১৯
মলিন মুখ-চন্দ্রমা ভারত তোমারি	...	২০
তুমি ত মা সেই	...	২০
যে তোমারে দূরে রাখি নিত্য হুণা করে	...	২১
তবু পারি না সঁপিতে প্রাণ	...	২২
আমরা	...	২৪
কুলাঙ্গার	...	২৫
কেন চেয়ে আছ গো মা মুখপানে	...	২৮
আমায় বোলো না গাহিতে বোলো না	...	২৯
নির্মল সলিলে বহিছ সদা	...	৩০
দিনের দিন সবে দীন	...	৩৪

ভারত-ভিক্ষা	৩৫
হায় মা ভারত-ভূমি	৩৮
কত কাল পরে বল ভারত রে	৩৯
উন্নতি উন্নতি উল্লাস ভারতী	৪০
শ্রামল শস্যভরা	৪২
বারেক এখনও কি রে	৪৩
এ কি অন্ধকার এ ভারত-ভূমি	৪৬
উর গো বাণি বীণাপাণি	৪৮
উঠ গো ভারত-সন্নি	৪৯
মিলে সবে ভারত-সন্তান	৫০
অরুণ উদিল জাগিল অবনী	৫৩
জ্বালাও ভারত-হৃদে উৎসাহ-অনল	৫৭
বাজ্রে গন্তীরে বীণা একবার	৫৮
আগে চল আগে চল ভাই	৬১
বাজ্রে শিঙ্গা বাজ্ এই রবে	৬৪
যেই স্থানে আজ কর বিচরণ	৭০
একবার তোরা মা বলিয়া ডাক্	৭১
গভীর রজনী ডুবেছে ধরণী	৭২
আমরা মিলেছি আজ মায়ের ডাকে	৭৬
চলুরে চল সবে ভারত-সন্তান	৭৭
শুভদিনে শুভক্ষণে গাহ আজি	৭৯
হে ভারত, আজি তোমারি সত্য	৮০

উপনয়ন	৮২
মা আমার	৮৩
নব বৎসরে করিলাম পণ	৮৪
আনন্দধ্বনি জাগাও গগনে	৮৬
প্রভাত	৮৭
জননীর দ্বারে আজি ওই	৮৮
তোরা শুনে যা আমার মধুর স্বপন	৯০
ওই শোন্ ওই শোন্	৯১
জয় জয় জনমভূমি, জননি	৯২
শিবাজী উৎসব-উপলক্ষে	৯৩
জাগে নব-ভারতের জনতা	১০১
ধন-ধাত্ত-পুষ্প-ভরা	১০২
যদি তোর ডাক শুনে কেউ	১০৩
মাতৃমন্ত্র অস্তরে রাখি	১০৫
শ্মশানে কি নতুন করে	১০৭
ওদের বাঁধন যতই শক্ত হবে	১০৭
ঘুচাতে তোমার দৈত্য় আজি মা	১০৯
বেদিন সুনীল জলধি হইতে	১১০
তোর আপন জনে ছাড়্বে	১১২
এই শিকল-পরা ছল	১১৩
মা গো, যায় যেন জীবন চলে	১১৪
বাংলার মাটি	১১৬

হাতেতে হাত মেলাও	...	১১৭
বঙ্গ আমার, জননী আমার	...	১১৮
কি আনন্দ আজি ভারত-ভুবনে	...	১১৯
দুর্গম গিরি, কান্তার মরু	...	১২১
দেশ দেশ নন্দিত করি	...	১২৩
বন্ধন ভয় তুচ্ছ করেছি	...	১২৫
বল বল বল সবে	...	১২৬
ভারত আমার	...	১২৮
শাসন সংযত কণ্ঠ	...	১৩০
হও ধরমেতে ধীর	...	১৩১
হে মোর চিন্ত	...	১৩২
ওরে ক্ষ্যাপা	...	১৩৪
ওঠ্‌রে ওঠ্‌রে ওঠ্‌রে	...	১৩৫
ওই শোন্ ওই শোন্ মায়ের আহ্বান	...	১৩৫
ও আমার দেশের মাটি	...	১৩৬
চল্‌ রে চল্‌ রে	...	১৩৮
উড়িয়ে ধ্বজা	...	১৩৮
এসেছে ডাক	...	১৪০
জীবন নেওয়া নয় রে ব্রত	...	১৪১
কে ওরা ভক্ত হৃদয়-রক্তে	...	১৪২
জনগণমন-অধিনায়ক জয় হে	...	১৪৩

বন্দে মাতরম্

তিলকামোদ—বাঁপতাল

বন্দে মাতরম্ ।

সুজলাং সুফলাং, মলয়জ-শীতলাং,

শশ্য-শ্যামলাং, মাতরম্ ।

শুভ্র-জ্যোৎস্না-পুলকিত-যামিনীং,

ফুল্ল-কুসুমিত-দ্রুমদল-শোভিনীং,

সুহাসিনীং সুমধুরভাষিনীং

সুখদাং বরদাং মাতরম্ ।

সপ্তকোটিকণ্ঠ-কলকল-নিনাদকরালে,

দ্বিসপ্তকোটীভুজৈধ্ব ত-খরকরবালে,

অবলা কেন মা এত বলে !

বহুবলধারিণীং,

নমামি তারিণীং,

রিপুদল-বারিণীং মাতরম্ ।

তুমি বিদ্যা, তুমি ধর্ম,

তুমি হৃদি, তুমি মর্ম,

ঐ হি প্রাণাঃ শরীরে ।

বাহুতে তুমি মা শক্তি,

হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি,

তোমারই প্রতিমা গড়ি

মন্দিরে মন্দিরে ।

ঐ হি দুর্গা দশপ্রহরণ-ধারিণী,

কমলা কমল-দল-বিহারিণী,

বাণী বিজ্ঞাদায়িনী,

নমামি ঐ ।

নমামি কমলাং অমলাং অতুলাং,

সুজলাং সুফলাং মাতরম্,

বন্দে মাতরম্ ।

শ্যামলাং সরলাং সূক্ষ্মিতাং ভূষিতাং

ধরণীং ভরণীং মাতরম্ ।

—বঙ্কিমচন্দ্র

ভৈরবী

অয়ি ভুবন-মনো-মোহিনি !
অয়ি নির্মল-সূর্য-করোজ্জ্বল-ধরণি !

জনক-জননী-জননি !

নীল-সিন্ধু-জল-ধোত-চরণতল,
অনিল-বিকম্পিত-শ্যামল-অঞ্চল,
অম্বর-চূষিত-ভাল-হিমাচল

স্তম্ভ-ভুষার-কিরীটিনি !

প্রথম প্রভাত উদয় তব গগনে,
প্রথম সাম-রব তব তপোবনে,
প্রথম প্রচারিত তব বন-ভবনে

জ্ঞান, ধর্ম কত পুণ্য-কাহিনী ;

চির কল্যাণময়ি তুমি ধন্য,
দেশ-বিদেশে বিতরিছ অন্ন,
জাহ্নবী-যমুনা-বিগলিত-করুণা,

পুণ্য-পৌষ-স্তম্ভ-বাহিনি ।

—রবীন্দ্রনাথ

মিশ্র খাড়াভ—একতালা

বন্দি তোমায় ভারত-জননি বিজ্ঞা-মুকুট-ধারিণি !
 বর-পুত্রের তপ-অর্জিত-গৌরব-মণি-মালিনি !
 কোটি-সন্তান-ঋণি-তর্পণ হৃদি-আনন্দকারিণি—
 মরি বিজ্ঞা-মুকুট-ধারিণি !

যুগযুগান্ত-তিমির-অন্তে হাস, মা, কমল-বরণি !
 আশার আলোকে ফুল হৃদয়ে আবার শোভিছে ধরণী ।
 নব জীবনের পসরা বহিয়া আসিছে কালের তরণী ।
 হাস, মা, কমল-বরণি !

এসেছে বিজ্ঞা, আসিবে ঋদ্ধি, শৌর্য্যবীৰ্য্যশালিনী !
 আবার তোমায় দেখিব, জননি, স্মৃথে দশদিক্‌পালিনী !
 অপমান-কৃত জুড়াইব মাতঃ, খর্ব্ব-করবালিনি !
 শৌর্য্যবীৰ্য্যশালিনি !

—সরলা দেবী ।

বন্দে মাতরম্

মিশ্র বারোয়া—টিমে তেতাল।

নম বঙ্গভূমি শ্যামাঙ্গিনী,
যুগে যুগে জননী লোকপালিনী !
সুদূর নীলাশ্বরপ্রাপ্ত সঞ্জে
নীলিমা তব মিশিতেছে রঞ্জে ;
চুমি' পদধূলি বহে নদীগুলি ;
রূপসী শ্রেয়সী হিতকারিণী !
তাল-তমালদল নীরবে বন্দে,
বিহঙ্গ স্তুতি করে ললিত সুছন্দে ;
আনন্দে জাগ, অয়ি কাঙালিনী !
কিসের দুঃখ মা গো, কেন এ দৈন্ত,
শূন্য শিল্প তব, বিচূর্ণ পণ্য ?
হা অন্ন, হা অন্ন, কাঁদে পুত্রগণ ?
ডাক মেঘমল্লৈ সুষুপ্ত সবে,
চাহ দেখি সেবা জননী-গরবে ;
জাগিবে শক্তি ; উঠিবে ভক্তি ;
জান না আপনায় সম্মানশালিনী !

—প্রমথনাথ রায়চৌধুরী

বন্দে মাতরম্

জাগো জাগো ।

জাগো জাগো ভারত-মাতা
চরণ-তলে তব অভিনব উৎসব
করিব, রচিব নব গাথা ।

অগণন জনগণ-ধাত্রি !
অকথিত মহিমা অশেষ গরিমা
অনন্ত সম্পদ দাত্রি ।

মঙ্গলযুত তব কান্ত ;
তব গুণ গৌরব তব যশ-সৌরভ
ব্যাপিল বিশাল পৃথ্বী ।

শূরজননি সুরপূজ্যে !
নিহত স্মৃতি তব হত স্মৃথ গৌরব
দলুজ-দলিত নব রাজ্যে ।

নব্য জগত-ইতিহাসে
নগণ্য তুমি মা ! অগণ্য মহিমা
বিস্মৃত দেশ-বিদেশে ।

জাগো জাগো ভারত-মাতা
চরণ-তলে তব রোদন-উৎসব
করিব, রচিব নব গাথা ।

—বিজয়চন্দ্র মজুমদার

মিশ্র খান্ধাজ—তাল ফেরতা

অতীত-গৌরব-বাহিনি মম বাণি ! গাহ আজি হিন্দুস্থান !

মহাসভা-উন্নাদিনি মম বাণি ! গাহ আজি হিন্দুস্থান !

কর বিক্রম-বিভব-যশঃ-সৌরভ-পূরিত সেই নামগান !

বঙ্গ, বিহার, উৎকল, মাল্ধাজ, মারাঠ,

গুজ্জর, পঞ্জাব, রাজপুতান !

হিন্দু, পার্শি, জৈন, ইসাই, শিখ, মুসলমান !

গাও সকল কণ্ঠে, সকল ভাষে “নমো হিন্দুস্থান !”

জয় জয় জয় জয় হিন্দুস্থান—

নমো হিন্দুস্থান !

ভেদ-রিপুবিনাশিনি মম বাণি ! গাহ আজি ঐক্যগান !

মহাবল-বিধায়িনি মম বাণি ! গাহ আজি ঐক্যগান !

মিলাও ছুঃখে, সৌখ্যে, সখ্যে, লক্ষ্যে, কায় মনঃ প্রাণ !

বঙ্গ, বিহার, উৎকল, মাল্ধাজ, মারাঠ,

গুজ্জর, পঞ্জাব, রাজপুতান !

হিন্দু, পার্শি, জৈন, ইসাই, শিখ, মুসলমান !

গাও সকল কণ্ঠে, সকল ভাষে “নমো হিন্দুস্থান !”

জয় জয় জয় জয় হিন্দুস্থান—

নমো হিন্দুস্থান !

সকল জন-উৎসাহিনি মম বাণি ! গাহ আজি নূতন তান !

মহাজাতি-সংগঠনি মম বাণি ! গাহ আজি নূতন তান !

উঠাও কৰ্ম্ম-নিশান ! ধৰ্ম্ম-বিষাণ ! বাজাও চেতায় প্রাণ !

বঙ্গ, বিহার, উৎকল, মাদ্রাজ, মারাঠ,

গুজর, পঞ্জাব, রাজপুতান !

হিন্দু, পার্শি, জৈন, ইসাই, শিখ, মুসলমান ।

গাও সকল কণ্ঠে, সকল ভাবে “নমো হিন্দুস্থান !”

জয় জয় জয় জয় হিন্দুস্থান—

নমো হিন্দুস্থান !

—সরলা দেবী

বাউলের সুর

আমার সোনার বাংলা,

আমি তোমায় ভালবাসি ।

চিরদিন তোমার আকাশ, তোমার বাতাস,

আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি ॥

ও মা, ফাগুনে তোর আমের বনে

জ্বাণে পাগল করে, (মরি হায় হায় রে)-

ও মা, অজ্ঞানে ভোর ভরা ক্ষেতে

কি দেখেছি মধুর হাসি ॥

কি শোভা, কি ছায়া গো,
কি স্নেহ, কি মায়া গো,
কি আঁচল বিছায়েছ বটের মূলে,
নদীর কূলে কূলে ।

মা, তোর মুখের বাণী আমার কানে
লাগে স্খার মত, (মরি হায় হায় রে)—

মা, তোর বদনখানি মলিন হ'লে
আমি নয়নজলে ভাসি ॥

তোমার এই খেলাঘরে,
শিশুকাল কাটিল রে,
তোমারি ধূলামাটি অঙ্গে মাখি'
ধন্য জীবন মানি ।

তুই দিন ফুরালে সন্ধ্যাকালে
কি দীপ জ্বালিস্ ঘরে, (মরি হায় হায় রে)—

তখন খেলা-ধূলা সকল ফেলে
তোমার কোলে ছুটে আসি ॥

খেজু-চরা তোমার মাঠে,
পারে যাবার খেয়াঘাটে,
সারাদিন পাখী-ডাকা ছায়ায় ঢাকা
তোমার পল্লীবৃটে,—

তোমার ধানে-ভরা আউনাতে
জীবনের দিন কাটে, (মরি হায় হায় রে)—

ও মা, আমার যে ভাই তারা সবাই
 তোমার রাখাল, তোমার চাষী ॥

ও মা, তোর চরণেতে,
 দিলেম এই মাথা পেতে,
 দে গো তোর পায়ের ধূলো, সে-যে আমার
 মাথার মাণিক হবে ॥

ও মা, গরীবের ধন যা আছে তাই
 দিব চরণতলে, (মরি হায় হায় রে)—
 আমি পরের ঘরে কিন্‌ব না আর
 ভূষণ ব'লে গলার ফাঁসি

— রবীন্দ্রনাথ

ভারতবর্ষের মানচিত্র

শিক্ষক । দেখ, বৎস ! সম্মুখেতে প্রসারিত তব
 ভারতের মানচিত্র ; আমা সবাঁকার
 পুণ্য জন্মভূমি এই, মাতৃস্তন্থে যথা,
 এ দেশের ফলে জলে পালিত আমরা ;
 কর প্রণিপাত, তুমি কর প্রণিপাত ।

ছাত্র । (প্রণামানন্তর) অই যে চিত্রের শিরে ঘন মসী-রেখা
 পূর্ব পশ্চিম ব্যাপি রয়েছে অঙ্কিত,
 কি নাম উহার, দেব ! বলুন আমারে ।

শিক্ষক । নহে তুচ্ছ মসী-রেখা ; অই হিমাচল,
 ভারতের পিতৃরূপী । জনক যেমন
 স্নেহ-দানে তনয়ারে পালেন আদরে,
 তেমতি এ হিমাচল হুহিতা ভারতে,
 জাহ্নবী-যমুনা-রূপা স্নেহধারা দানে,
 পালিছেন সযতনে । অই হিমাচল
 ভারতের তপঃক্ষেত্র ; কত সাধুজন,
 বিরচি আশ্রম সেথা, পূজি ইষ্টদেবে
 লভিলা অর্ভাষ্ট বর । সম্মুখেতে তব,
 বিজয়-মুকুট সম এ অঙ্গির শিরে,
 শোভে অই গৌরী-শৃঙ্গ । দেখ বামদিকে,
 অই বদরিকাশ্রম ; মহামুনি ব্যাস,
 বসি যে আশ্রম-মাঝে, রচিলা পুলকে
 অমর ভারত-কথা । অবিদূরে তার
 শোভিছে কেদারনাথ ; আচার্য্য শঙ্কর,
 জীবনের মহাব্রত করি উদ্‌যাপন,
 লভিলা সমাধি যথা । এই হিমাচল,
 সাধু-পদ-রেণু বক্ষে ধরি যুগ, যুগ,
 হইয়াছে পুণ্য-ভূমি ;—কর নমস্কার ।

ছাত্র । অই যে চিত্রের বামে পঞ্চ রেখাময়
শোভিছে সুন্দর দেশ, কি নাম উহার ?

শিক্ষক । অই পঞ্চনদ, বংস ! এই পুণ্যভূমি,
আর্য্যদের আদিবাস, সাম-নিনাদিত ;
কত বেদ, কত মন্ত্র, মহাযজ্ঞ কত
পবিত্রিলা এই দেশ । এই পঞ্চনদে
হৃদয়-শোণিত ঢালি বীর পুরুরাজ
রক্ষিলা ভারত-মান । নিম্নদেশে তার
দেখ রাজপুত্র-ভূমি—মরুময় স্থান ;
কিন্তু প্রতি শৈলে তার, প্রতি নদীকূলে,
রয়েছে অক্ষিত, বংস ! অমর-ভাষায়
বীরত্ব-কাহিনী, শত আত্ম-বিসর্জন ;—
প্রতাপের দেশ এই, পদ্মিনীর ভূমি ।

ছাত্র । অই যে চিত্রের মাঝে কটিবন্ধ সম
শোভিতেছে গিরি-রেখা, কি নাম উহার ?

শিক্ষক । অই বিষ্ণুচল, বংস ! উত্তরে উহার
আর্য্যভূমি আর্য্যাবর্ত । উহার দক্ষিণে
না ছিল আর্য্যের বাস ; অরণ্য ভীষণ
ব্যাপিয়া যোজন শত আছিল বিস্তৃত,
নিবিড় আধারপূর্ণ । মহাপ্রাণ ঋষি
অগস্ত্য আর্য্যের বাস স্থাপিলা এ দেশে ;
এবে জনপদ কত, পূর্ণ ধনে জনে,

শোভিছে এ দেশ-মাঝে । এই বন-ভূমে
 আছিল দণ্ডকারণ্য ; রঘুকুলমণি
 পালিবারে পিতৃসত্য, জটা, চীর ধরি,
 কাটাইলা কাল যথা । পুণ্য প্রবাহিনী
 গোদাবরী, কল কল মধুর নিনাদে,
 “সীতারাম জয়” গীত গাহিয়া পুলকে
 এখনও বহেন সেথা । পবিত্র এ দেশ,
 সীতারাম-পদ-স্পর্শে, কর নমস্কার ।
 গুরুদেব ! কৌতূহল বাড়িতেছে মম,
 অতৃপ্ত শ্রবণযুগ, ক্রুপা করি তবে
 কোথা বঙ্গভূমি আজ দেখান আমারে ।
 অই বঙ্গভূমি, বৎস ! হিমাদ্রি আপনি
 মুকুট আকারে, হের, শোভে শিরোদেশে ;
 ধৌত করি পদতল বহেন জলধি ;
 নিত্য প্রক্ষালিত পূত ভাগীরথী-জলে
 “সুজলা”, “সুফলা”, “শ্যামা” । ভূষারূপে তার
 হের ঐ নবদ্বীপ, ত্রিচৈতন্য যথা
 হইলেন অবতীর্ণ ; সাক্ষোপাঙ্গ লয়ে
 বিতরিয়া হরিনাম, পবিত্রিলা ধরা,
 অমর করিলা জীবৈ । পশ্চিমে তাহার
 দেখ শুকতম্বু অই অজয়ের কূলে
 শোভিতেছে কেন্দুবিল্ব, ধরিয়া আদরে

জয়দেব-অস্থি বুকে ! নিম্নদেশে তার
 সাগর-সঙ্গম অই, পতিত-পাবনী
 তারিতে সগর-বৎস অবতীর্ণ যথা
 মূর্ত্তিমতী দয়াক্রপে । পবিত্র এ দেশ,
 কর প্রণিপাত তুমি ; বিধাতার কাছে
 মাগ এই বর, বৎস ! মাতৃসম যেন
 পার পূজিবারে নিত্য বঙ্গভূমি মায়ে ।

ছাত্র । বিশাল এ চিত্র দেব ! কৃপা করি তবে
 দেখান দ্রষ্টব্য যদি আরো কিছু থাকে ।

শিক্ষক । আছে শত শত, বৎস ! কি বর্ণিব আমি !
 বর্ণিলে জীবন কাল না ফুরাবে তবু ;
 রত্ন-প্রসূ মা মোদের । দেখিয়াছ তুমি
 দেব-আত্মা হিমাচল ; পদমূলে তার
 দেখ শীর্ণকায়া অই বহিছে রোহিণী,
 হিমাদ্রি-তৃহিতা সতী । তট-দেশে তার
 আছিল কপিলাবস্ত্র, পুণ্যময়ী পুরী
 সিদ্ধার্থে করিয়া ক্রোড়ে । দেখ বামদিকে,
 অর্দ্ধচন্দ্র-কায়া অই জাহ্নবীর কূলে,
 শোভিতেছে বারাণসী ; হরিশ্চন্দ্র যথা,
 পত্নী, পুত্রে, আপনায় করিয়া বিক্রয়,
 পালিলেন নিজ সত্য । দেখ শিপ্রাকূলে,
 অতীত-গৌরবস্মৃতি-শিলা ধরি বুকে,

শোভিতেছে উজ্জয়িনী ;—বিক্রমের পুরী ;
 বাজায়ে মধুর বীণা কালিদাস যথা
 গাইলা অমর-গীত, ঝঙ্কার তাহার
 এখনো উঠিছে, বৎস ! দেশ দেশান্তরে ।

কি আর অধিক কব ? সন্তানের কাছে
 জননীর প্রতি অঙ্গ তুল্য আদরের ;—
 নয়নে অমৃত দৃষ্টি, কণ্ঠে মধু বাণী.
 হৃদয়ে সুধার উৎস, ক্রোড় শান্তিময়,
 করে প্রাণরূপী অন্ন, মহাতীর্থ পদ :
 তেমতি জানিও বৎস, ভারত-ভূমির
 প্রতি গিরি, প্রতি নদী, প্রতি জনপদ,
 পুণ্যময় মহাতীর্থ : আছে বিমিশ্রিত
 প্রতি রেণু মাঝে এর, প্রতি জলকণে
 সাধুর পবিত্র অস্থি, সতীর শোণিত ;
 সামান্য এ দেশ নহে ! বহু পুণ্যফলে
 জন্মে নর এ ভারতে । কিন্তু চিরদিন
 রাখিও স্মরণ, বৎস ! কৰ্ম্মশূণ্যে যদি
 নাহি পার উজ্জ্বলিতে মাতৃভূমি-মুখ,
 বৃথাই জনম তব । কি বলিব আর,
 ভারত-সন্তান তুমি, আৰ্য্যবংশধর,
 ভুলিও না কোন দিন । করি আশীর্ব্বাদ,
 ভদ্র হও, ধন্য হও, ভারত-মাতার

হও উপযুক্ত পুত্র । স্বদেশের হিত
 ধ্রুবতারা সম নিত্য রাখি লক্ষ্যপথে
 হও বৎস ! অগ্রসর । ভারত-জননী
 করুণ মঙ্গল তব, শুভ আশীর্ব্বাদে ।

—যোগীন্দ্রনাথ বসু

বন্ধে শরৎ

আজি কি তোমার মধুর মুরতি
 হেরিছু শারদ প্রভাতে !

হে মাতঃ বঙ্গ, শ্রামল অঙ্গ
 ঝলিছে অমল শোভাতে !

পারে না বহিতে নদী জল-ভার,
 মাঠে মাঠে ধান ধরে না ক আর,
 ডাকিছে দোয়েল, গাহিছে কোয়েল,

তোমার কানন-সভাতে
 মাঝখানে তুমি দাঁড়ায়ে জননি,
 শরৎকালের প্রভাতে !

জননি, তোমার শুভ আহ্বান
 গিয়াছে নিখিল ভুবনে,—

নূতন ধাত্তে হবে নবান্ন
 তোমার ভবনে ভবনে !

অবসর আর নাহিক তোমার,
 আটি আটি ধান চলে ভারে ভার,
 গ্রাম পথে পথে গন্ধ তাহার
 ভরিয়া উঠিছে পবনে ।
 জননি, তোমার আহ্বান-লিপি
 পাঠায়ে দিয়েছ ভুবনে ।

‘তুলি’ মেঘ-ভার আকাশ তোমার
 করেছ সুনীল বরণী,
 শিশির ছিটায় করেছ শীতল
 তোমার শ্যামল ধরণী !
 স্থলে জলে আর গগনে গগনে,
 বাঁশী বাজে যেন মধুর লগনে,
 আসে দলে দলে তব দ্বার-তলে
 দিশি দিশি হ’তে তরণী !
 আকাশ করেছ সুনীল অমল,
 স্নিগ্ধ শীতল ধরণী !

মাতার কণ্ঠে শেফালি-মালা
 গঞ্জে ভরিছে অবনী,
 জল-হারা মেঘ আঁচলে খচিত
 গুহ্র যেন সে নবনী ।

পরেছে কিরীট কনক-কিরণে,
 মধুর মহিমা হরিতে-হিরণে,
 কুসুম-ভূষণ জড়িত চরণে,
 দাঁড়ায়েছে মোর জননী !
 আলোকে শিশিরে কুসুমে ধান্দ্রে
 হাসিছে নিখিল অবনী !

—রবীন্দ্রনাথ

রামপ্রসাদো স্মর

তুই মা মোদের জগত-আলো
 স্মখে হুখে হাসিমুখে
 আধারে দীপ তুমিই আলো !
 মা বলে মা ডাকলে তোরে,
 সারাটি প্রাণ ওঠে ভ'রে,
 বেসেছি মা তোরেই ভালো,
 তোরেই যেন বাসি ভালো !
 ওই কোলে মা পাই যদি ঠাই,
 জনম জনম কিছুই না চাই,
 থাক্ না ওদের গৌরবরণ,
 হলেমুই বা আমরা কালো !

পরের পোষাক খুলে ফেলে
ফিরুলাম ঘরে ঘরের ছেলে,
আখির নীরে মোদের শিরে
আশীষ-ধারা আজি ঢালো !

— প্রমথনাথ রায় চৌধুরী

ভৈরবী—রূপক

কে এসে যায় ফিরে ফিরে
আকুল নয়নের নীরে ?
কে বুখা আশা-ভরে, চাহিছে মুখ 'পরে,
সে যে আমার জননী রে !

কাহার সুধাময়ী বাণী
মিলায় অনাদর মানি' !
কাহার ভাষা হয়, ভুলিতে সবে চায়,—
সে যে আমার জননী রে !

কণেক স্নেহকোল ছাড়ি,
চিনিতে আর নাহি পারি !
আপন সন্তান, করিছে অপমান—
সে যে আমার জননী রে !

বিরল কুটারে বিষণ্ণ,
 কে ব'সে সাজাইয়া অন্ন !
 সে স্নেহ-উপহার, রুচে না মুখে আর—
 সে যে আমার জননী রে !
 —রবীন্দ্রনাথ

নট—বেহাগ—ঝাঁপতাল

মলিন মুখ-চন্দ্রমা ভারত তোমারি,
 রাত্রি দিবা ঝরিছে লোচন-বারি ।
 চন্দ্র জিনি কান্তি নিরাখিয়ে ভাসিতাম আনন্দে,
 আজি এ মলিন মুখ কেমনে নেহারি !
 এ দুঃখ তোমার হায় সহিতে না পারি !
 —দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর

ইমন—ভূপালী—চৌতাল

তুমি ত মা সেই, তুমি ত মা সেই চিরগরীয়সী ধাতা অগ্নি মা
 আমরা শুধুই হয়েছি মা হীন, হারায়েছি সব বিভব মহিমা !
 তুমি ত মা আছ তেমতি পূজ্য, আমরাই শুধু হয়েছি তুচ্ছ ;
 আপনার ঘরে হয়েছি মা পর ;
 জানি না, কি পাপে এ তাপ সহি মা !

এখনও তোমার গগন সুনীল উজল তপন-তারকা-চন্দ্রে,
 এখনও তোমার চরণে ফেনিল জলধি গরজে জলদ-মন্দ্রে ;
 এখনও ভেদি হিমাद्रি-জজ্বা, উছলি' পড়িছে যমুনা গঙ্গা—
 ঢালিয়া শতধা পীযুষ পুণ্য তোমার ক্ষেত্রে যাইছে বহি মা !
 তুমি ত মা সেই 'সুজলা সুফলা' ;

—এখনও হরষে ভাসায় নেত্রে,
 পুষ্প তোমার নিবিড় কুঞ্জে, শস্য তোমার শ্যামল ক্ষেত্রে ;
 তোমার বিভবে পূর্ণ বিশ্ব ; আমরা হুঃখী আমরা নিঃশ্ব,
 তুমি কি করিবে ? তুমি ত মা, সেই মহিমা গরিমা
 পুণ্যময়ী মা !

—দ্বিজেন্দ্রলাল

ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ

যে তোমারে দূরে রাখি নিত্য স্মৃণা করে
 হে মোর স্বদেশ,
 মোরা তারি কাছে ফিরি সম্মানের তরে
 পরি তারি বেশ !
 বিদেশী জানে না তোরে, অনাদরে তাই
 করে অপমান,
 মোরা তারি পিছে থাকি যোগ দিতে চাই—
 আপন সম্মান !

তোমার যা দৈন্য, মাতঃ, তাই ভূষা মোর

কেন তাহা ভুলি ?

পরধনে ধিক্ গৰ্ব্ব, করি করযোড়

ভরি ভিক্ষা বুলি !

পুণ্যহস্তে শাক-অন্ন তুলে দাও পাতে

তাই যেন রুচে,

মোটা বস্ত্র বুনে দাও যদি নিজ হাতে,

তাহে লজ্জা ঘুচে !

সে-ই সিংহাসন, যদি অঞ্চলটি পাত,

কর স্নেহ দান,

যে তোমারে তুচ্ছ করে, সে আমারে, মাতঃ,

কি দিবে সম্মান !

—রবীন্দ্রনাথ

সিদ্ধ

(তবু) পারি নে সঁপিতে প্রাণ !

পলে পলে মরি সেও ভাল, সহি পদে পদে অপমান ।

আপনারে শুধু বড় ব'লে জানি,

করি হাসাহাসি, করি কানাকানি,

কোটরে রাজহ ছোট ছোট প্রাণী ধরা করি সরা জ্ঞান ।

অগাধ আলস্তে বসি ঘরের কোণে ভায়ে ভায়ে করি রণ ।

আপনার জনে ব্যথা দিতে মনে তার বেলা প্রাণপণ ।

আপনার দোষে 'পরে করি দোষী,

আনন্দে সবার গায়ে ছড়াই মসী,

(হেথা) আপন কলঙ্ক উঠেছে উচ্ছ্বসি রাখিবার নাহি স্থান ।

(মিছে) কথার বাঁধুনি কাঁড়নীর পালা চোখে নাই কারো নীর,

আবেদন আর নিবেদনের থালা ব'হে ব'হে নত শির ।

কাঁদিয়ে সোহাগ ছি ছি এ কি লাজ,

জগতের মাঝে ভিখারীর সাজ,

আপনি করি নে আপনার কাজ, পরের পরে অভিমান !

(ছি ছি) পরের কাছে অভিমান !

(ওগো) আপনি নামাও কলঙ্ক-পসরা, যেও না পরের দ্বার ;

পরের পায়ে ধ'রে মান ভিক্ষা করা সকল ভিক্ষার হার ।

দাও দাও ব'লে পরের পিছু পিছু,

কাঁদিয়া বেড়ালে মেলে না ত কিছু,

(যদি) মান পেতে চাও, প্রাণ পেতে চাও, প্রাণ আগে কর দান ।

—রবীন্দ্রনাথ

আমরা

আকাশ-পরশী গিরি দমি গুণ বলে,
 নিম্নিল মন্দির যারা স্তম্ভর ভারতে :
 তাদের সম্ভান কি হে আমরা সকলে ?
 আমরা,—দুর্বল, ক্ষীণ, কুখ্যাত জগতে,—
 পরাধীন হা বিধাতঃ ! আবদ্ধ শৃঙ্খলে :
 কি হেতু নিবিল জ্যোতিঃ মণি, মরকতে,
 ফুটিল ধুতুরা-ফুল মানসের জলে
 নির্গন্ধে ? কে কবে মোরে ? জানিব কি মতে ?
 বামন দানব-কুলে, সিংহের ঔরসে
 শৃগাল, কি পাপে মোরা কে কবে আমারে ?
 রে কাল ! পূরিবি কি রে পুন নব-রসে
 রস-শূন্য দেহ তুই ? অমৃত-আসারে
 চেতাইবি মৃত-কল্লো ? পুন কি হরষে,
 গুরুকে ভারত-শশী ভাতিবে সংসারে ?

—মাইকেল মধুসূদন দত্ত

কুলাঙ্গার

“আর্য্য !” আজি এ ভারতে,
 নিষ্ঠুর ! এ নাম কেন ধ্বনিলে আবার ?
 মরুভূমে পিপাসায়,
 যে জন জ্বলিছে, হায় !
 “শুশীতল জল” কাণে কেন কহ তার ?
 কেন মৃগ-তৃষিকার কর আবিষ্কার ?

ইতিহাসে ?—অবিশ্বাস !
 ইতিহাস নহে,—অনুমানের সাগর !
 তব ইতিহাস কয়,
 এই সেই আর্য্যালয়
 আমরা সেই বীর্য্যবান্ আর্য্যের কুমার ;
 চন্দ্র-সূর্য্য-বংশে, এই জোনাকী-সঞ্চার ?

না, না,—এ যে অসম্ভব !
 অসম্ভব,—এই সেই আর্য্যাবর্ত্ত নহে,
 কুরুক্ষেত্র মহারণ,
 হ’ল যথা সংঘটন,
 সেই আর্য্যাবর্ত্ত—কেন করিব প্রত্যয়—
 একটি * ভয়ে কম্পিত হৃদয় !

ছিল যেই—পুণ্যভূমি ;
 অনন্ত ঐশ্বর্য-খনি,—প্রাচুর্য্য-ভাণ্ডার ;
 বাহার মলয়ানিলে,
 বাহার জাহ্নবী-জলে,
 বহিত, ভাসিত, চির-আনন্দ অপার,
 আজি তথা দুর্ভিক্ষের ধ্বনি শাহাকার !

এই নহে আৰ্য্যাবৰ্ত্ত ;
 আমরাও নহি সেই আৰ্য্যের কুমার ;
 তাহাদের বীৰ্য্যবল,
 ছিল যেন দাবানল,
 পৃষ্ঠে তৃণ, করে ধলুঃ, কক্ষে তরবার,
 আমাদের অশ্রুজল, ভিক্ষাপাত্র সার

কি দোষে না জানি, হয় !
 বিধাতার কাছে দোষী আমরা সকল,
 তেজোহীন, বীৰ্য্যহীন,
 ততোধিক পরাধীন ;
 আমাদের, হয় ! কোন্ পাপের এ ফল ?
 করে ভিক্ষা-পাত্র,—কণ্ঠে দাসত্ব-শৃঙ্খল !

সৃষ্টি কর্তা !—বল নাথ !—
 সর্ব-শক্তিমান্ তুমি, তবে কি কারণ,
 প্রত্যেক পবন-ঘায়,
 উঠিতে পড়িতে হয় !
 এই ক্ষুদ্র বালিরাশি করিলে সৃজন,—
 আৰ্য্যবংশে কলাঙ্গার—কলঙ্ক-অর্পণ ?

বিদরে হৃদয়, নাথ !
 বল, হায়, কি মঙ্গল করিলে সাধন ?
 তীব্র আৰ্য্য-বংশ-রবি,
 বাল্মীকি কল্লনা-ছবি,
 অনন্ত রাহুর গ্রাসে করিয়া অর্পণ ?
 এই গ্রাসমুক্ত, নাথ ! হবে কি কখন ?

হায় ! যেই আৰ্য্যনাম
 আছিল জগৎপূজ্য ;—আছিল অচল
 অটল হিমাদ্রি-সম,
 সিন্ধু জিনি' পরাক্রম,
 আজি সে বাতাস-ভরে করে টলমল,
 আজি সেই নাম ওই পদ্যপত্রে জল !

—নবীনচন্দ্র সেন

কাফি

কেন চেয়ে আছ গো মা মুখপানে !

এরা চাহে না তোমারে চাহে না যে,

আপন মায়েরে নাহি জানে !

এরা তোমায় কিছু দেবে না, দেবে না,

মিথ্যা কহে শুধু কত কি ভানে !

তুমি ত দিতেছ মা যা আছে তোমারি,

স্বর্ণ শস্য তব, জাহুবী-বারি,

জ্ঞান ধর্ম্য কত পুণ্য-কাহিনী,

এরা কি দেবে তোরে কিছু না কিছু না,

মিথ্যা কবে শুধু হীন পরাণে !

মনের বেদনা রাখ না মনে,

নয়ন বারি নিবার নয়নে,

মুখ লুকাও মা প্রলিশয়নে

ভুলে থাক যত হীন সম্ভানে !

শূন্য পানে চেয়ে প্রহর গণি গণি

দেখ কাটে কি না দীর্ঘ রজনী,

দুঃখ জানায়ে কি হবে জননি,

নির্ম্মম চেতনাহীন পাশাণে !

—রবীন্দ্রনাথ

সিন্ধু—কাওয়ালি

আমায় বোলো না গাহিতে বোলো না !

এ কি শুধু হাসি-খেলা, প্রমোদের মেলা,
শুধু মিছে কথা, ছলনা !

এ যে নয়নের জল, হতাশের শ্বাস,
কলঙ্কের কথা, দরিদ্রের আশ,
এ যে বুকফাটা দুখে গুমরিছে বুক,
গভীর মরম-বেদনা !

এ কি শুধু হাসি-খেলা, প্রমোদের মেলা,
শুধু মিছে কথা, ছলনা !

এসেছি কি হেথা যশের কাঙালি,
কথা গেঁথে গেঁথে নিতে করতালি,
মিছে কথা ক'য়ে মিছে যশ ল'য়ে
মিছে কাজে নিশি যাপনা ।

কে জাগিবে আজ, কে করিবে কাজ,
কে শুচাতে চাহে জননীর লাজ,
কাতরে কাঁদিবে, মায়ের পায়ে দিবে
সকল প্রাণের কামনা !

এ কি শুধু হাসি-খেলা, প্রমোদের মেলা,
শুধু মিছে কথা, ছলনা ।

—রবীন্দ্রনাথ

সে দিন হইতে, তব জল তরলে,
পরশে না কুলবালা ও ।

সে দিন হইতে ভারত-নারী,
অবরোধে অবরোধিত ও ।

সে দিন হইতে, তব তট-গগনে,
নৃপুর-নাদ বিনীরব ও ।

সে দিন হইতে, সব প্রতিকূলে,
যে দিন ভারত-বন্ধন ও ।

এ পয়ঃ-পারে কত কত জাতীয়,
ভাতিল কত শত রাজা ও ।

আসিল স্থাপিল, শাসিল রাজ্য
রচি ঘর কত পরিপাটী ও ।

কত শত দুর্জয়, দুর্গম দুর্গে,
বেড়িল তব তট-দেশ ও ।

নগর-প্রাচীরে ঘেরিল শেষে,
চির-যুগ সম্ভোগ আশে ও ।

উপহসি সর্বে, মানব-গর্বে,
কাল প্রবল চিরকালে ও ।

গৃহ গড় পুঞ্জ, কতিপয় তুঞ্জ,
রাখিল করি বিকলাকৃতি ও ।

বন্ধে মাতরম্

ঐ পুরোভাগে, ভগ্ন বিভাগে
 গৃহবর শেষ শরীরে ও ।
দেখিছ যে সব, উজ্জ্বল লেখা
 সে গত যৌবন-রেখা ও ।

* * *

অহো ! কত কাল, রবে এ জীবিত,
 তটনি ! তট তব শোভি ও ।
ছুষণ হইয়ে, তব জল নীলে,
 ব্যঞ্জিতে মন-অভিলাষে ও ।

হবে কোন কালে, হত ঘোর কালে
 পরিমিত স্মর পরমায়ু ও ।
রহিবে শেষে, এ গৃহ-দেশে,
 আকাশে শুধু বায়ু ও ।

যদি এই শেষ, রবে সব শেষ,
 জীবন-স্বপন প্রভাতে ও ।
তনু মন ক্ষয়িয়ে দুখ শত সহিয়ে,
 চরিছে লোক কি আশে ও

—গোবিন্দচন্দ্র রায়

ভৈরবী—একতাণা

দিনের দিন সবে দীন ভারত হ'য়ে পরাধীন ।
 অন্নভাবে শীর্ণ, চিন্তা-জ্বরে জীর্ণ,
 অনশনে তনু ক্ষীণ ।

সে সাহস বীর্য নাহি আর্যভূমে,
 পূর্ব গর্ব সর্ব খর্ব হ'ল ক্রমে,
 চল্ল সূর্য বংশ অগোরবে লমে,
 লজ্জা-রাহু-মুখে লীন ।

অতুলিত ধন রত্ন দেশে ছিল,
 ষাট্ঠকর জাতি মন্ত্রে উড়াইল,
 কেমনে হরিল কেহ না জানিল,
 এন্নি কৈল দৃষ্টিহীন ।

তুঙ্গদ্বীপ হ'তে পদ্মপাল এসে,
 সার শস্ত্র গ্রাসে, যত ছিল দেশে,
 দেশের লোকের ভাগ্যে খোসা ভূষি শেষে,
 হায় গো রাজা কি কঠিন !

তাঁতি কৰ্ম্মকার, করে হাহাকার,
 সূতা জাঁতা ঠেলে অন্ন মেলা ভার,
 দেশী বস্ত্র, অস্ত্র বিকায় না ক আর
 হলো দেশের কি ছদ্দিন !

আজ যদি এ রাজ্য ছাড়ে তুঙ্গরাজ,
 কলের বসন বিনা কিসে রবে লাজ,

ধরবে কি লোক তবে দিগন্তরের সাজ,
বাকল টেনা ডোর কপিন্ ।

ছুঁ চ্ সূতা পর্যন্ত আসে তুঙ্গ হতে,
দিয়াশলাই-কাটি, তাও আসে পোতে,
প্রদীপটি আলিতে, খেতে, শুতে, যেতে,
কিছুতে লোক নয় স্বাধীন ।

—মনোমোহন বসু

ভারত-ভিক্ষা

(যুবরাজের কলিকাতায় আগমন-উপলক্ষে রচিতঃ)

পূর্ব সহচরী রোম সে আমার
মরিয়া বাঁচিয়া উঠিল আবার—
গিরীশেরও দেখি জীবন-সঞ্চার—
আমি কি একাই পড়িয়াঃ রব ?
কি হেন পাতক করেছে তোমায়,
বলু ওরে বিধি বলু রে আমায় ?
চিরকাল এই ভগ্নদণ্ড ধরি’
চিরকাল এই ভগ্নচূড়া পরি’
দাস-মাতা বলি বিখ্যাত হ’ব !

হা রোম,—তুই বড় ভাগ্যবতী !

করিল যখন বর্ষেরে দুর্গতি,

ছন্ন কৈল তোর কীর্তিস্তম্ভ যত,

করি ভগ্নশেষ রেণু সমাবৃত

দেউল, মন্দির, রঙ্গ-নাট্যশালা,

গৃহ, হর্ম্য, পথ, সেতু পয়োনালা,

ধরা হ'তে যেন মুছিয়া নির্জ ।

মম ভাগ্যদোষে মম জেতুগণ

কক্ষ, বক্ষ, ভালে পদাঙ্ক-স্থাপন

করিয়া আমার, দুর্গ নিবেতন,

রাখিলা মহীতে—কলঙ্ক-মণ্ডিত,

কাশী, গয়াক্ষেত্র, নিতাস্ত ঘৃণিত

(শরীরে কালিমা—দীনতা-প্রতিমা)

ধরণীর অঙ্গে যেন গাঁথিল !

“হায় পানিপণ, দারুণ প্রাস্তর,

কেন ভাগ্য সনে হ'লিনে অন্তর ?

কেন রে, চিতোর তোর সুখ-নিশি

পোহাইল যবে, ধরণীতে মিশি

অচ্ছিন্ন না হ'লি—কেন রে রহিলি

জাগাতে ঘৃণিত ভারত-নাম ?

“নিবিছে দেউটি বারানসী তোর,

কেন তবে আর এ কলঙ্ক ঘোর

লেপিয়া শরীরে এখনও রয়েছ
পূর্বকথা কি রে সকলি ভুলেছ ?
অরে অগ্রবন, সরষু পাতকী,
রাহুগ্রাস-চিহ্ন সর্ব অঙ্গে মাখি,

কেন প্রক্ষালিছ অযোধ্যাধাম ?

“নাহি কি সলিল, রে যমুনে গঙ্গে,
তোদের শরীরে—উথলিয়া রঙ্গে,
কর অপমৃত এ কলঙ্করাশি,
তরঙ্গে তরঙ্গে অঙ্গ বঙ্গ গ্রাসি,

ভারতভুবন ভাসাও জলে ।

“হে বিপুল সিঙ্ধু, করিয়া গর্জন
ডুবাইলে কত রাজ্য, গিরি, বন,
নাহি কি সলিল ডুবাতে আমায় ?
আচ্ছন্ন করিয়া বিষ্ণু, হিমালয়,

লুকায়ে রাখিতে অতল জলে ?”

—হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

হায় মা !

হায় ! মা ভারতভূমি ! বিদরে হৃদয়,
 কেন স্বর্ণ-প্রসূ বিধি করিল তোমারে ?
 কেন মধুচক্র বিধি করে সুধাময়
 পরাণে বধিতে হায় ! মধুমক্ষিকারে ?
 পাইত না অনাহারে ক্লেশ মক্ষিকায়,
 যদি মকরন্দ নাহি হ'ত সুধাসার ;
 স্বর্ণ-প্রসবিনী যদি না হইতে হায়,
 হইতে না রক্তভূমি অদৃষ্ট-ক্রীড়ার !
 অক্ষিকার মরুভূমি, সুইস্ পাষাণ
 হ'তে যদি, তবে মাতঃ ! তোমার সম্ভান
 হইত না এইরূপ ক্ষীণকলেবর ;
 হইত না এইরূপ নারী-সুকুমার ।
 ধমনীতে প্রবাহিত হ'ত উগ্রতর
 রক্তশ্রোত ; হ'ত বক্ষ বীৰ্য্যের আধার ।
 আজি এ ভারতভূমি হইত পূরিত
 সজীব পুরুষ-রক্তে, দিগ্-দিগন্তর
 ভারত-গৌরব-সূর্য্যে হ'ত বিভাসিত ;
 বাঙ্গালার ভাগ্য আজি হ'ত অশ্রুতর !

—নবীনচন্দ্র সেন

খাষাজ—লক্ষ্মী ঠুংরি

কত কাল পরে, বল ভারত রে !
 ছুখ-সাগর সাঁতারি পার হবে ?
 অবসাদ-হিমে ডুবিয়ে ডুবিয়ে,
 ও কি শেষ-নিবেশ রসাতল রে !
 নিজ বাসভূমে, পরবাসী হ'লে,
 পর দাস-খতে সমুদায় দিলে !
 পর-হাতে দিয়ে, ধন-রত্ন স্নেহে,
 বহ লৌহ-বিনির্মিত হার বুকে !
 পর ভাষণ আসন, আনন রে,
 পর পণ্যে ভরা তনু আপন রে !
 পর দীপ-শিখা, নগরে নগরে,
 তুমি যে তিমিরে তুমি সে তিমিরে !
 যুচি কাঞ্চন-ভাজন, শৌধ-শিরে,
 হ'লো ইক্ষন কাচ প্রচার ঘরে !
 খনি খাত খুঁড়ে, খুঁজিয়ে খুঁজিয়ে,
 পুঁজি পাত নিলে যুটিয়ে লুটিয়ে !
 নিজ অন্ন পরে, কর পণ্যে দিলে,
 পরিবর্ত্ত ধনে ছরভিক্ষ নিলে !
 মথি অঙ্গ হরে, পর স্বর্গ-স্নেহ
 তুমি আজও হুখে, তুমি কালও হুখে !

নিজ ভাল বুঝে, পর মন্দ নিলে,
 ছিল আপন যা ভাল তাও দিলে !
 বিধি বাদী হ'লে পরমাদ রটে,
 পরমাদ হরে হিত বোধ ঘটে !
 কি ছিলে কি হ'লে, কি হ'তে চলিলে,
 অবিবেক-বশে কিছু না বুঝিলে ।
 নয়নে কি সহে এ কলঙ্ক দুখ,
 পর রঞ্জন অঞ্জে কাল মুখ ।

—গোবিন্দচন্দ্র রায়

ঝিঁঝিট—একতারা

উন্নতি উন্নতি উল্লাস ভারতী
 মুখে দিবারাতি বল রে !
 কিসের উন্নতি দেশের দুর্গতি
 দেখে শুনে তবু ভোল রে !
 বটে জলে স্থলে ভারত-মণ্ডলে,
 যেন মস্ত-বলে ধোঁয়া-যজ্ঞ চ'লে,
 একই দিবসে কাশী যাই চলে,
 তাই কি আনন্দে গল রে !
 চঞ্চলা দামিনী বিমান-চারিণী,
 তব বার্তা বহে, আসিয়া অবনী,

এ নব বিভব অদ্ভুত কাহিনী

তাই বিশ্বয়ে টল রে !

কিন্তু একবার ভেবে দেখ সার,

এত যত্ন দেশে কোথা যত্নী তার ?

স্বত্ব অধিকার কি তাহে তোমার ?

মিছা আশাদোলে দোল রে !

নদী সিন্ধুনীরে পোত ঘরে ঘরে

গর্ভে গুরুতার চলে গর্বভরে,

তা' দেখে পুলকে ভাব কি অন্তরে,

দেশের দারিদ্র্য গেল রে ।

কিন্তু রে অবোধ সে পোত কাহার ?

স্বত্ব অধিকার কি তাহে তোমার ?

যাদের বাণিজ্য তাদেরি বেলায়

চালায় খবল দল রে !

চিনির বলদ তোমরা কেবল,

কেরানী, মুহুরী, সরকারের দল,

কাকের কি ফল পাকিলে শ্রীফল,

উচ্ছিষ্ট খোসা সম্বল রে !

—মনোমোহন বসু

ଜନ୍ମଭୂମି

ଶ୍ରୀମଳ-ଶସ୍ତ୍ର ଭରା !

(ଚିର) ଶାନ୍ତି-ବିରାଜିତ ପୁଣ୍ୟମୟୀ ;
 ଫଳ-କୁଳ-ପୁରିତ, ନିତ୍ୟ ସୁଶୋଭିତ,
 ଯମୁନା-ସରସ୍ୱତୀ-ଗଙ୍ଗା-ବିରାଜିତ ।
 ସୂର୍ଯ୍ୟ-ବାହ୍ନି-ହିମାଦ୍ରିମଣ୍ଡିତ,
 ସିନ୍ଧୁ-ଗୋଦାବରୀ-ମାଲ୍ୟ-ବିଲମ୍ବିତ,
 ଅଳିକୂଳ-ଶୁଦ୍ଧିତ ସରସିଜ-ରଞ୍ଜିତ ।
 ରାମ-ସୁଧିଷ୍ଠିର-ଭୂପ-ଅଳଙ୍କୃତ,
 ଅର୍ଜୁନ-ଭୀଷ୍ମ-ଶରାସନ-ଟଙ୍କୁତ,
 ବୀରପ୍ରତାପେ ଚରାଚର ଶଙ୍କିତ ।
 ସାମଗାନ-ରତ ଆର୍ଯ୍ୟ-ତପୋଧନ,
 ଶାନ୍ତି ସୁଧାସ୍ନିତ କୋଟି ତପୋବନ,
 ରୋଗ ଶୋକ ହୁଃଖ ପାପ-ବିମୋଚନ ।
 ଓହି ସୁଦୂରେ ସେ ନୀର-ନିଧି, —
 ଯାର, ତୀରେ ହେର, ହୁଃଖ-ଦିବ୍ୟ-ହ୍ରଦି,
 କାନ୍ଦେ, ଓହି ସେ ଭାରତ, ହାୟ ବିଧି !

—ରଜନୀକାନ୍ତ ମେଘ

কালচক্র

বারেক এখনও কি রে দেখিবি না চাহিয়া,—
 উন্নত গগন-পরে, ব্রহ্মাণ্ড উজ্জ্বল ক'রে
 উঠেছে নক্ষত্র কত নব জ্যোতি ধরিয়া ।—
 মানবে দেখায়ে পথ, চলেছে তড়িৎবৎ
 প্রভাতিয়া ভবিষ্যৎ, ভূমণ্ডল ভাতিয়া ।
 হেরে সে নক্ষত্র-ভাতি, দেখ রে মানব-জাতি
 ছুটেছে তাদের সনে, আনন্দ উৎসাহ-মনে
 নিজ নিজ উন্নতির জয়পত্র বাঁধিয়া ।
 চলেছে চাহিয়া দেখ, বোদ্ধা, যোদ্ধা এক এক
 কাল-পরাজয় করি দেবমूर्তি ধরিয়া ।
 জলধি, পৃথিবী, মেরু, প্রতাপে হয়েছে ভীৰু,
 অবোধে পরিছে পাশ পদতলে পড়িয়া ।
 চলেছে বুধ-মণ্ডলী নরে করে কুতূহলী,
 চন্দ্র-সূর্য-গ্রহ-তারা ছিঁড়িয়া আনিছে তা'রা
 শূন্য হ'তে ধরাতলে জ্ঞান-ডোরে বাঁধিয়া ।
 আকাশ-পাতাল-গত পঞ্চভূত আদি যত—
 প্রকৃতি ভয়েতে দ্রুত দেখাইছে খুলিয়া ।
 দেবতা অস্তুরগণ ক্রমে হয় অদর্শন,
 ঈশ্বরেরই সিংহাসন উঠিতেছে কাঁপিয়া ।
 সরস্বতী কুতূহলা, সাহিত্য-দর্শন-কলা
 স্বহস্তে সহস্রমালা দিতেছেন তুলিয়া ।

কমলা অজস্র ধারে ভাঙ্গিয়া নিজ ভাঙারে,
 ধনরাশি স্তূপাকারে দিতেছেন ঢালিয়া ।
 কবিকুল কোলাহলে মুখে জয়ধ্বনি বলে,
 উন্নতি-তরঙ্গ-সঙ্গে ছুটিছে অশেষ রঙ্গে,
 স্বজাতি-সাহস-কীর্তি উচ্চৈঃস্বরে গাহিয়া ।
 অই দেখ অগ্রে তার পরিয়া মহিমা-হার
 চলেছে ফরাসি-জাতি ধরা স্তব্ধ করিয়া ।
 অস্থির বাসনানলে—স্থাপিতে অবনীতলে,
 সমাজ-শৃঙ্খলামালা নব সূত্রে গাঁথিয়া ।
 চলেছে রে দেখ চেয়ে শত বাহু প্রসারিয়ে
 অর্ধ সসাগরা ধরা অলঙ্কারে ভূষিয়া,
 আমেরিকা-বাসীগণ, নদ, গিরি, প্রস্রবণ,
 জলনিধি উপকূল লৌহজালে বাঁধিয়া ।
 অই শোন্ ঘোর নাদে পুরাতে মনের সাথে,
 পুরুষিয়া মল্লবেশে উঠিতেছে গর্জিয়া ।
 বিনতা-নন্দন-সম ধরে নিজ পরাক্রম
 দেখুৱে আসিছে রুষ বসুমতী গ্রাসিয়া ।
 ইতালি উতলা হ'য়ে স্ব কিরীট শিরে ল'য়ে
 আবার জাগিছে দেখু হুহুকার ছাড়িয়া ।
 বিস্তারিয়া তেজোরশি দেখুৱে বৃটনবাসী
 আচ্ছন্ন করেছে ধরা, মরুদ্বীপ সসাগরা,
 যত দূর প্রভাকর-কর আছে ব্যাপিয়া ।

প্রকাশি অসীম বল শাসিছে জলধি-তল,
 শিরে কোহিনূর বাঁধা মদগর্বে মাতিয়া ।
 তবুও বারেক কি রে দেখিবি না চাহিয়া—
 হতভাগ্য হিন্দুজাতি !—শোভে কি নক্ষত্র ভাতি,
 উন্নত গগন পরে ধরাতল ভাতিয়া ।
 ছিল সাধ বড় মনে ভারত-ও ওদেরি মনে
 চলিবে উজ্জলি মহী করে কর বাঁধিয়া ;
 আবার উজ্জ্বল হ'বে নব প্রজ্জ্বলিত ভবে
 ভারত উন্নতি-শ্রোতে চলিবে রে ভাসিয়া ।
 জন্মিবে পুরুষগণ বীর যোদ্ধা অগণন,
 রাখিবে ভারত-নাম ক্ষিতি-পৃষ্ঠে আঁকিয়া ।
 সে আশা হইল দূর, নীরব ভারতপুর ;
 একজন-ও কাঁদে না রে পূর্বকথা ভাবিয়া ।
 এ ক্ষিতিমণ্ডল-মাঝ আর্ধ্য কি রে নাহি আজ
 শুনায় সে রব কেহ উচ্চৈঃস্বরে ডাকিয়া ।
 সে সাধ শুচেছে হায় !
 আয় মা জননি আয়, লয়ে তোর মৃতকায়,
 মিটাই মনের সাধ মনে মনে কাঁদিয়া ।

—হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

রাগিণী—প্রভাতী

এ কি অঙ্ককার এ ভারত-ভূমি,
বুঝি পিতা তারে ছেড়ে গেছ তুমি,
প্রতি পলে পলে ডুবে রসাতলে

কে তারে উদ্ধার করিবে !

চারিদিকে চাই নাহি হেরি গতি,
নাহি যে আশ্রয় অসহায় অতি,
আজি এ আঁধারে বিপদ্-পাথারে

কাহার চরণ ধরিবে !

তুমি চাও পিতা ঘুচাও এ দুখ,
অভাগা দেশেরে হয়ো না বিমুখ,
নহিলে আঁধারে বিপদ্-পাথারে

কাহার চরণ ধরিবে !

দেখ চেয়ে তব সহস্র সন্তান,
লাজে নত-শির, ভয়ে কম্পমান,
কাঁদিছে সহিছে শত অপমান

লাজ মান আর থাকে না ।

হীনতা লয়েছে মাথায় তুলিয়া,
তোমারেও তাই গিয়াছে ভুলিয়া,
অভয় মস্তে মুক্ত হৃদয়ে

তোমারেও তারা ডাকে না ।

তুমি চাও পিতা তুমি চাও চাও,
এ হীনতা, পাপ, এ দুঃখ ঘুচাও,
ললাট-কলঙ্ক মুছাও মুছাও

নহিলে এ দেশ থাকে না !

তুমি যবে ছিলে এ পুণ্য-ভবনে,
কি সৌরভ-সুধা বহিত পবনে,
কি আনন্দ-গান উঠিত গগনে

কি প্রতিভা-জ্যোতি অলিত !

ভারত-অরণ্যে ঋষিদের গান,
অনন্ত সদনে করিত প্রয়াণ,
তোমারে চাহিয়া পুণ্য-পথ দিয়া

সকলে মিলিয়া চলিত !

আজি কি হয়েছে, চাও পিতা চাও,
এ তাপ, এ পাপ, এ দুঃখ ঘুচাও,
মোরা ত রহেছি তোমারি সন্তান,

যদিও হয়েছে পতিত !

—রবীন্দ্রনাথ

কাফি—একতাল

উর গো বাণি বীণাপাণি,
 উর গো কল্প-কাননে ।
 উর গো বজ্র-বিনোদিনী আজ,
 বীণার মধুর নিঃস্বনে ।
 আছে দেহ, তাহে নাহি প্রাণ,
 না চলে ধমনী, নাহি জ্ঞান ;
 প্রাণময়ি, কর প্রাণ দান,
 পিস্ব-শক্তি-সিঞ্চে ।
 আছে আঁখি নাহি দেখি তায়,
 জীবিত না মৃত, হা কি দায়,
 জীবনে জীবনী দেও মাতঃ
 তড়িত-তেজ স্ফুরণে !

—কালীপ্রসন্ন ঘোষ

মিশ্র-কাওয়ালী

উঠ গো, ভারত-লক্ষ্মী ! উঠ আদি জগত-জন-পূজ্য !

দুঃখ-দৈন্য সব নাশি, কর দূরিত ভারত-লক্ষ্মী ।

ছাড় গো ছাড় শোক-শয্যা, কর সজ্জা

পুনঃ কমল-কনক-ধন-ধাত্রে ।

কোরাস্—

জননী গো, লহ তুলে বক্ষে,

সাস্ত্রন-বাস দেহ তুলে চক্ষে ;

কাঁদিছে তব চরণতলে

ত্রিংশতি কোটি নর-নারী গো !

ফাগুরী নাহিক কমলা ! দুঃখ-লাঞ্ছিত ভারতবর্ষে,

শঙ্কিত মোরা সব যাত্রী, কাল-সাগর-কম্পন-দর্শে ।

তোমার অভয়-পদম্পর্শে, নব হর্ষে,

পুন চলিবে তরণী শুভ লক্ষ্যে ।

কোরাস্—

জননী গো, লহ তুলে বক্ষে, ইত্যাদি

ভারত-শ্রমশান কর পূর্ণ পুনঃ কোকিল-কুজিত-কুঞ্জে,

দ্বৈষ-হিংসা করি চূর্ণ, কর পূরিত প্রেম-অলি-গুঞ্জে ।

দূরিত করি' পাপপুঞ্জ, তপঃপুঞ্জ,
পুনঃ বিমল কর ভারত পুণ্যে !

কোরাস্—

জননী গো, লহ তুলে বক্ষে, ইত্যাদি ।

—অতুলপ্রসাদ সেন

খাষাজ-আড়াঠেকা

মিলে সবে ভারত-সন্তান,
একতান মন-প্রাণ,
গাও ভারতের যশোগান ।
ভারতভূমির তুল্য আছে কোন্ স্থান ?
'কোন্ অগ্নি অত্রভেদী হিমাগ্নি সমান ?
ফলবতী বসুমতী, শ্রোতস্বতী পুণ্যবতী,
শত-ধনি কর্ত্ত মণি-রত্নের নিধান !
হ'ক ভারতের জয়,
জয় ভারতের জয়,
গাও ভারতের জয়
কি ভয় কি ভয়,—গাও ভারতের জয় !
রূপবতী সাক্ষীসতী, ভারত-ললনা,
কোথা দিবে তাদের তুলনা ?

শশিষ্ঠা সাবিত্রী সীতা, দময়ন্তী পতিরতা,

অতুলনা ভারত-ললনা ।

হ'ক ভারতের জয়,

জয় ভারতের জয়,

গাও ভারতের জয়,

কি ভয় কি ভয়,—গাও ভারতের জয় !

বশিষ্ঠ গোতম অত্রি মহামুনিগণ,

বিশ্বামিত্র ভৃগু তপোধন,

বাল্মীকি বেদব্যাস, ভবভূতি, কালিদাস,

কবিকুল ভারত-ভূষণ ।

হ'ক ভারতের জয়,

জয় ভারতের জয়,

গাও ভারতের জয়,

কি ভয় কি ভয়,—গাও ভারতের জয় !

বীর-যোনি এই ভূমি বীরের জননী ;

অধীনতা আনিল রজনী,

স্বগভীর সে তিমির, ব্যাপিয়া কি রবে চির,

দেখা দিবে দীপ্ত দিনমণি ।

হ'ক ভারতের জয়,

জয় ভারতের জয়,

গাও ভারতের জয়,
 কি ভয় কি ভয়,—গাও ভারতের জয় !
 ভীষ্ম দ্রোণ ভীমার্জুন নাহি কি স্মরণ,
 পৃথুরাজ আদি বীরগণ ?
 ভারতের ছিল সেতু, রিপুদল ধূমকেতু,
 আর্জুন তুষ্টির দমন ।
 হ'ক ভারতের জয়,
 জয় ভারতের জয়,
 গাও ভারতের জয়,
 কি ভয় কি ভয়,—গাও ভারতের জয় !

কেন ডর ভীৰু, কর সাহস আশ্রয়,
 যতোধর্মস্তুতো জয় !
 ছিন্ন ভিন্ন হীনবল, ঐক্যেতে পাইবে বল,
 মায়ের মুখ উজ্জ্বল হইবে নিশ্চয় !
 হ'ক ভারতের জয়,
 জয় ভারতের জয়,
 গাও ভারতের জয়,
 কি ভয় কি ভয়,—গাও ভারতের জয় !

—সহোজনাথ ঠাকুর

উৎসর্গ

অরুণ উদিল, জাগিল অবনী ;
 জাগিল ভারত দুঃখিনী জননী ;
 উঠ মা জননি ! উঠ মা জননি !
 এই রব যেন কোটি কণ্ঠে শুনি !
 ঘোর কোলাহলে ডাকিছে সকলে,
 উঠ গো উঠ গো প্রিয় জন্মভূমি !
 বিশ কোটি শিশু চারিদিকে যার,
 কিসের বিষাদ, কি অভাব তার ?
 ঘোর কোলাহলে ওই সবে বলে,
 আর ঘুমাইও না ভারত-জননি !

তম্বু পুলকিত ; ভূত ভবিষ্যৎ
 হৃদয়ে উদিত আজ যুগপৎ ।
 দেখে বর্তমান সকলেই স্নান,
 কিন্তু আমি দেখি নূতন জগৎ ।
 বর্তমান পারে দেখি দুই ধারে
 অপরূপ দৃশ্য ; দেখি শত শত
 ভারতের প্রজা, ভারত-সন্তান,
 ওই উচ্চরবে করিতেছে গান ।
 বিশ কোটি লোকে হেথা মগ্ন শোকে
 তাদের আনন্দ দেখি অবিরত ।

ওই যে বাল্মীকি, ওই কালিদাস,
 ওই ভবভূতি, ওই বেদব্যাস,
 ওই যে শঙ্কর, বুদ্ধির সাগর,
 তর্কযুদ্ধে বীর নাস্তিকের ত্রাস ।
 আরো শত শত নাম করি কত,
 ভারত-আকাশে সবে সুপ্রকাশ ।
 নাচ রে লেখনী, জাগ রে হৃদয়,
 আজ শত সূর্য্য প্রাণেতে উদয় ।
 উর গো ভারতি ! ভাল ক'রে সতি,
 ভারত-সৌভাগ্য করিব প্রকাশ !

উঠ গো দুর্বল শিশুদের মাতা,
 ভাবনা কি তোর বিশ কোটি সূতা ?
 বারেক উঠিয়া নয়ন মুছিয়া,
 ভূত ভবিষ্যতে, যে সব জনতা—
 নিজ পুত্র বলে' দেখাও সকলে ;
 ছুটি রত্ন ল'য়ে কর্ণিলিয়া মাতা
 করে অহঙ্কার, তুমি গো জননি !
 রত্নগর্ভা নিজে, এত রত্নমণি
 সকলি তোমার, তবে অহঙ্কার,
 কেন না করিবে হ'য়ে হর্ষযুতা ?

চাই না সভ্যতা, চাষা হ'য়ে থাকি,
 দেও ধর্মধন, প্রাণে পুরে রাখি ।
 হায় জন্মভূমি ! পুণ্য-ভূমি তুমি,
 দেও পুণ্যবারি, দক্ষ প্রাণে মাখি ।
 ভূমি যার তরে, খ্যাত এ সংসারে
 আন সে বিশ্বাস, তাই ল'য়ে থাকি ।
 সভ্যতা সভ্যতা ক'রে লোকে ধায়,
 কই তা'তে সুখ ? মরীচিকা প্রায়—
 প্রতিপদে দূরে, ওই যায় সরে
 তোমার সম্মুখে ওই দিল ফাঁকি !
 দেখে অধীনতা ঘোর কাল-রাতি,
 সব শত্রু মিলে জ্বালিয়াছে বাতি ;
 বাহা কিছু ছিল, সকলি হরিল,
 পড়িয়া রহিল শুধু তোর খ্যাতি !
 সভ্যতার নামে, আসি আর্ঘ্যধামে
 নর-শত্রু যত, করিছে ডাকাতি !
 যাক্ এ সভ্যতা দেও সে বিশ্বাস,
 দেও সে নির্মল হৃদয়-আকাশ ;
 দেও সে বৈরাগ্য, ভারত-সৌভাগ্য,
 আমি পুনরায় ধর্ম ল'য়ে মাতি !
 যার আছে ভাষা, দিক্ সে রসনা ;
 কবি যদি থাকে, দিক্ সে কল্পনা ;

উৎসাহ-অনল

জ্বালাও ভারত-হৃদে উৎসাহ-অনল !
 ফেলিব না শোকে আর নয়নের জল ।
 কাঁদিয়াছি বহুদিন, কাঁদিব না আর হে,
 দেখিব আজো এ মনে আছে কত বল ।
 বিভব-গৌরব-মান সকলি নির্ব্বাণ হে,
 আছে মাত্র আৰ্য্যবংশ-গরিমা সম্বল ।

এখনো আমরা সেই আৰ্য্যের সন্তান হে,
 বহিছে শিরায় আৰ্য্য-শোণিত প্রবল ।
 সেই বেদ, সে পুরাণ, আজো বর্ত্তমান হে,
 সে দর্শন যাহে মুগ্ধ আজো ভ্রমণ্ডল !
 সেই ঘাট, সেই বিষ্ণু, সেই হিমালয় হে,
 জাহ্নবী-যমুনা-বারি আজো নিরমল ।

আজিও বিস্তৃত সেই পুণ্য আৰ্য্যস্থান হে,
 আমরা সন্তান তার কেন হীনবল ?
 উঠ অগ্রসর, ভাই ত্যজি বিসম্বাদ হে,
 ভাই ভাই মিলি সাধ স্বদেশ-মঙ্গল ।
 অজস্র রোদনে যাহা হয় নি সাধন হে,
 আজি নবোৎসাহে তাহা হইবে সফল ।
 জ্বালাও ভারত-হৃদে উৎসাহ-অনল !

—দ্বিজেন্দ্রলাল

বীণা

বাজ্ রে গম্ভীরে বীণা একবার,
ভারতের জয় কর্ রে ঘোষণা,
জলদ নির্ঘোষে উঠাও ঝঙ্কার,
ঘোর রবে বীণা বাজ্ রে আমার !

ওরে তন্ত্রি, রাখ, প্রেম-গুঞ্জরণ,
বিরহের গান গেও না এখন ।
মৃত-সঞ্জীবনী-সঙ্গীত উঠাও,
জাগাও, নিদ্রিত ভারতে জাগাও,

সে গম্ভীর নাদে ডুবাও অম্বর,
কাঁপাও জলধি, পর্বত-কন্দর,
কর মৃতদেহে শোণিত-সঞ্চার,
ঘোর রবে বীণা বাজ্ রে আমার !

মা'র এ দুর্দশা দেখা নাহি যায় !
সকল-ই জাগিল, উঠিয়া বসিল,
মহিমার তাজ মাথায় পরিল,
ভারত কি তবে,—প্রাণ ফেটে যায়—
ভারত কি তবে রহিবে নিদ্রায় ?
ভারত কি তবে লুটাবে ধূলায় ?
ধ্বনিত করিয়া কানন কান্তার,
ঘোর রবে বীণা বাজ্ রে আমার !

বাজ্ ঘোর রবে ঘন ঘন বীণ,
 গাও, চিরদিন রবে না কুদিন !
 হে ভারতবাসী, হে আৰ্য্যতনয়,
 চেয়ে দেখ, প্রাচী আজ প্রভাময় !
 নিদ্রা পরিহরি উঠ ত্বর করি,
 পোহাইল তব কাল বিভাবরী ;
 এই কি সময় নীরব থাকার ?
 ঘোর রবে বীণা বাজ্ রে আমার !

ঘরে ঘরে যাও, আৰ্য্যশুণ গাও,
 ভারত-সঙ্গীতে দিগন্ত ডুবাও,
 আৰ্য্যহৃদিরূপ শুক্ক সরোবরে
 আশার তরঙ্গ আবার উঠাও,
 গর্জে সিংহ যথা বীর অবতার,
 ঘোর রবে বীণা বাজ্ রে আমার !

সুধার সুধারা ঢেল না রে আর,
 তাতে জাগিবে না জননী আমার ।
 ‘মেঘ মল্লারের’ নহে রে সময়,
 ‘বসন্ত’ ‘হিন্দোলে’ তোষে না হৃদয়,
 অলস্ত ‘দীপক’ ধরিয়া এখনি,
 জ্বাল চারিভিতে উৎসাহ-অনল,
 মৃত ভারতের হেম মূর্তিখানি,

সে অনলে পুড়ি কর্ রে উজ্জ্বল ।
 সে অনলে পুড়ি কর্ ছারখার,
 আলস্য, জড়তা, দৈত্য ছুরাচার !
 সে অনলে পুড়ি কর্ ছারখার,
 বিলাসী বাঙ্গালী আৰ্য্যকুলাঙ্গার !
 সে অনলে পুড়ি কর্ ছারখার,
 —স্মৃতি বিরচিত সহস্র বর্ষের—
 ভারতেতিহাস যন্ত্রণার সার !
 ছাড়ি' অত্যালাপ বাজ্ একবার,
 ঘোর রবে বীণা বাজ্ রে আমার !

ভারত-খাণ্ডবে সবে মিলে আজ,
 উৎসাহ-অনল প্রজ্জ্বলিত কর ;
 সে অগ্নিকুণ্ডেতে করিয়া বিরাজ,
 স্নিগ্ধ কর সবে দগ্ধ কলেবর ।
 সে অনল-শিখা করিয়া গর্জ্জন,
 হিমাদ্রির চূড়া পরশিবে যবে,
 সে অনল-শিখা ভারত-সাগরে
 বাড়বাগ্নি যবে বর্দ্ধিত করিবে,
 সে অনল যবে তর্জ্জন করিয়া
 আনন্দে কবিবে ব্যোম আলিঙ্গন,
 দেখিও রে তাহা নীরবে বসিয়া
 রোম দগ্ধ 'নীরো' দেখিল যেমন !

কিন্তু যত দিন মায়ের এ দশা,
 এ মহীমণ্ডলে কি সুখ তোমার ?
 ত্যজি নিদ্রা, ত্যজি তুচ্ছ সুখ-আশা,
 ঘোর রবে বীণা বাজ্‌রে আমার !

—দ'নেশচরণ বসু

বেহাগ

আগে চল, আগে চল, ভাই,
 পড়ে' থাকা পিছে, মরে' থাকা মিছে,
 বেঁচে মরে' কি বা ফল, ভাই !
 আগে চল, আগে চল, ভাই ॥

প্রতি নিমেষেই যেতেছে সময়,
 দিনক্ষণ চেয়ে থাকা কিছু নয়,
 সময় সময় করে' পাঁজি পুথি ধরে'
 সময় কোথা পাবি, বল ভাই ।
 আগে চল, আগে চল, ভাই ॥

অতীতের স্মৃতি, তারি স্বপ্ন নিতি,
 গভীর ঘুমের আয়োজন,

(এ যে) স্বপনের সুখ, সুখের ছলনা,
আর নাহি তাহে প্রয়োজন !

হুঃখ আছে কত, বিদ্ব শত শত,
জীবনের পথে সংগ্রাম সতত,
চলিতে হইবে পুরুষের মত—
হৃদয়ে বহিয়া, বল, ভাই ।
আগে চল, আগে চল, ভাই ॥

দেখ্ যাত্রী যায়, জয়-গান গায়,
রাজপথে গলাগলি,
এ আনন্দ-স্বরে কে রয়েছে ঘরে,
কোনে ক'রে দলাদলি ?

বিপুল এ ধরা, চঞ্চল সময়,
মহা বেগবান্ মানব-হৃদয়,
যারা বসে' আছে, তা'রা বড় নয়,
ছাড় ছাড় মিছে ছল্, ভাই ।
আগে চল, আগে চল, ভাই ॥

পিছায়ে যে আছে, তারে ডেকে নাও,
নিয়ে যাও সাথে ক'রে,
কেহ নাহি আসে, একা চ'লে যাও
মহেশ্বের পথ ধ'রে ।

পিছু হ'তে ডাকে মায়ার কঁাদন,
 ছিঁড়ে চলে যাও মোহের বাঁধন,
 সাধিতে হইবে প্রাণের সাধন—
 মিছে নয়নের জল, ভাই ।
 আগে চল, আগে চল, ভাই ॥

চির দিন আছি ভিখারীর মত,
 জগতের পথ-পাশে,
 যারা চ'লে যায়, কুপা-চক্ষে চায়,
 পদধূলা উড়ে আসে ।
 ধূলিশয্যা ছাড়ি উঠ উঠ সবে,
 মানবের সাথে যোগ দিতে হবে,
 তা যদি না পার, চেয়ে দেখ তবে—
 ওই আছে রসাতল, ভাই ।
 আগে চল, আগে চল, ভাই ॥

—রবীন্দ্রনাথ

অহং—একতালা

(বহু শতাব্দী পূর্বের মহারাষ্ট্র দেশ একবার শত্রু কর্তৃক আক্রান্ত হইয়াছিল, সেই সময়ে মাধবাচার্য্য নামক একজন মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য নগরে নগরে বীরত্ব ও উৎসাহবর্ধক গান করিয়া বেড়াইতেন। এই প্রবাদ অবলম্বন করিয়া নিম্নের সঙ্গীতটি লিখিত হইয়াছে।)

বাজ্জে শিঞ্জা বাজ্জ্ এই রবে—

“সবাই স্বাধীন এ বিপুল ভবে,

সবাই জাগ্রত মানের গৌরবে,

ভারত শুধুই ঘুমায়ে রয় !”

আরব্য, মিশর, পারস্য, তুরকী

তাতার, তিব্বত অথবা কব কি,

চীন, ব্রহ্মদেশ, অসভ্য জাপান,

তারাও স্বাধীন, তারাও প্রধান,

দাসত্ব করিতে করে হেয় জ্ঞান,

ভারত শুধুই ঘুমায়ে রয় !

*

*

*

*

ধিক্ হিন্দুকূলে, বীরধর্ম্ ভুলে,

আত্ম অভিমান ডুবা'য়ে সলিলে,

দিয়াছে সঁপিয়া শত্রু-করতলে,

সোনার ভারত করিতে ছার।

হীনবীর্য্য-সম হ'য়ে কৃতাজলি,
মস্তকে ধরিতে বৈরী-পদধূলি,
ছাদে দেখ্ ধায় মহা কুতূহলী

ভারত-নিবাসী যত কুলাঙ্গার !

এসেছিল যবে আৰ্য্যাবর্ত-ভূমে,
দিক্ অন্ধকার করি তেজোধূমে,
রণ-রঙ্গমত্ত পূর্ব পিতৃগণ !

যখন তাহারা করেছিল রণ,
করেছিল জয় পঞ্চনদগণ,

তখন তাহারা ক'জন ছিল ?

আবার যখন জাহুবীর কুলে,
এসেছিল তা'রা জয়-ডঙ্কা তুলে,
যমুনা-কাবেরী-নর্মদা-পুলিনে,
দ্রাবিড়-তৈলঙ্গ-দাক্ষিণাত্য-বনে,
অসংখ্য বিপক্ষ পরাজয়ি রণে,

তখন তাহারা ক'জন ছিল ?

এখন তোরা যে শত কোটি তা'র,
স্বদেশ উদ্ধার করা কোন্ ছার,
পারিস্ শাসিতে হাসিতে হাসিতে,
সুমেরু অবধি কুমেরু হইতে,
বিজয়ী-পতাকা ধরায় তুলিতে

বারেক জাগিয়া করিলে পণ ।

তবে ভিন্ন-জাতি-শত্রু-পদতলে,
 কেন রে পড়িয়া থাকিস্ সকলে,
 কেন না ছিঁড়িয়া বন্ধন-শৃঙ্খলে,
 স্বাধীন হইতে করিস্ মন !

অই দেখ্ সেই মাথার উপরে,
 রবি-শশী-তারা দিন দিন ঘোরে,
 ঘুরিত যে রূপে দিক্ শোভা ক'রে,
 ভারত যখন স্বাধীন ছিল ।

সেই আর্য্যাবর্ত এখনো বিস্তৃত,
 সেই বিক্ষ্যগিরি এখনো উন্নত,
 সেই ভাগীরথী এখনো ধাবিত,
 পুরাকালে তারা যেরূপ ছিল ।

কোথা সে উজ্জ্বল হতাশনসম,
 হিন্দু-বীর-দর্প বুদ্ধি, পরাক্রম,
 কাঁপিত যাহাতে স্থাবর জঙ্গম,
 গাঙ্কার অবধি জলধি-সীমা ।

সকলি ত আছে, সে সাহস্ কই,
 সে গম্ভীর জ্ঞান, নিপুণতা কই ;
 প্রবল তরঙ্গে সে উন্নতি কই ;
 ঘুচিয়া গিয়াছে সে সব মহিমা ।

হয়েছে শ্মশান এ ভারত-ভূমি,
 কারে বা উচ্ছে ডাকিতেছি আমি,
 গোলামের জাতি শিখেছি গোলামি ;
 আর কি ভারত সজীব আছে ?

সজীব থাকিলে এখনি উঠিত,
 বীর-পদভরে মেদিনী দ্রলিত,
 ভারতের নিশি প্রভাত হইত,—
 হায় রে সেদিন ঘুচিয়া গেছে !

এখনো জাগিয়া উঠ রে সবে,
 এখনো সোভাগ্য উদয় হবে,
 রবিকর-সম দ্বিগুণ প্রভাবে,
 ভারতের মুখ উজ্জ্বল ক'রে ।

একবার শুধু জাতিভেদ ভুলে,
 ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণ বৈশ্য শূদ্র মিলে,
 কর দৃঢ়পণ এ মহীমণ্ডলে,
 তুলিতে আপন মহিমা-ধ্বজা ।

জপ-তপ আর যোগ-আরাধনা,
 পূজা-হোম-যাগ প্রতিমা-অর্চনা,
 এ সকলে এবে কিছুই হবে না,
 তুণীর-কৃপাণে কর রে পূজা ।

যাও সিদ্ধুনীরে, ভূধর-শিখরে,
গগনের গ্রহ তন্ন তন্ন ক'রে,
বায়ু উৎপাত বজ্র-শিখা ধ'রে,

স্বকার্য সাধনে প্রবৃত্ত হও ।

তবে সে পারিবে বিপক্ষ নাশিতে,
প্রতিদ্বন্দ্বী সহ সমকক্ষ হ'তে
স্বাধীনতা রূপ রতনে মণ্ডিতে,

যে শিরে এক্ষণে পাছুকা বণ্ড ।

ছিল বটে আগে তপস্তার বলে
কার্য্যসিদ্ধি হ'ত এ মহীমণ্ডলে,
আপনি আসিয়া ভক্ত-রণস্থলে

সংগ্রাম করিত অমরগণ ।

এখন সে দিন নাহিক রে আর,
দেব-আরাধনে ভারত-উদ্ধার,
হবে না, হবে না—খোল্ তরবার,

এ সব দৈত্য নহে তেমন ।

অস্ত্র-পরাক্রমে হও বিশারদ,
রণরঙ্গরসে হও রে উন্মাদ,—
তবে সে বাঁচিবে, ঘুচিবে বিপদ,

জগতে যজ্ঞপি থাকিতে চাও ।

কিসের লাগিয়া হ'লি দিশেহারা,
সেই হিন্দুজাতি, সেই বনুস্করা
জ্ঞান-বুদ্ধি-জ্যোতিঃ তেমনি প্রথরা,
তবে কেন ভূমে প'ড়ে লুটাও !

ঐ দেখ সেই মাথার উপরে,
রবি-শশী-তারা দিন দিন ঘোরে,
ঘুরিত যেরূপ দিক্ শোভা ক'রে,
ভারত যখন স্বাধীন ছিল ।

সেই আর্য্যাবর্ত এখনো বিস্তৃত,
সেই বিষ্ণ্যচল এখনো উন্নত,
সেই জাহ্নবী-বারি এখনো ধাবিত,
কেন সে মহত্ত্ব হবে না উজ্জ্বল !

বাজ্রে রে শিক্ষা বাজ্ এই রবে,
শুনিয়া ভারতে জাগুক্ সবে,
সবাই স্বাধীন এ বিপুল ভবে,
সবাই জাগ্রত মানের গৌরবে,
ভারত শুধু কি ঘুমায়ে র'বে ?

—হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

গৌরী—মধ্যমান

যেই স্থানে আজ কর বিচরণ,
 পবিত্র সে দেশ পুণ্যময় স্থান ;
 ছিল এ একদা দেব-লীলাভূমি,—
 ক'রো না, ক'রো না—তার অপমান !
 আজিও বহিছে গঙ্গা, গোদাবরী,
 যমুনা, নর্মদা, সিন্ধু বেগবান্ ;
 ওই আরাবলী, তুঙ্গ হিমগিরি,—
 ক'রো না, ক'রো না—তার অপমান !
 নাই কি চিতোর, নাই কি দেওয়ার,
 পুণ্য হলুদীঘাট আজো বর্তমান !
 নাই উজ্জয়িনী, অযোধ্যা, হস্তিনা ?
 ক'রো না, ক'রো না—তার অপমান !
 এ অমরাবতী, প্রতিপদে যায়,
 দলিছ চরণে ভারত-সন্তান ;
 দেবের পদাঙ্ক আজিও অঙ্কিত,—
 ক'রো না, ক'রো না—তার অপমান !
 আজো বুদ্ধ-আত্মা, প্রতাপের ছায়া
 ভ্রমিছে হেথায়—হও সাবধান !
 আদেশিছে শুন, অভ্রান্ত ভাষায়,—
 “ক'রো না, ক'রো না—তার অপমান !”

—বিজ্ঞানলাল

ঝাঁঝিট—একতাল।

একবার তোরা মা বলিয়া ডাক্,
জগতজনের শ্রবণ জুড়াক্,
হিমাদ্রি-পাষণ কেঁদে গ'লে যাক্,
মুখ তুলে আজি চাহ রে ।

দাঁড়া দেখি তোরা আত্মপর তুলি,
হৃদয়ে হৃদয়ে ছুটুক বিজুলি,
প্রভাত-গগনে কোটি শির তুলি,
নির্ভয়ে আজি গাহ রে ।

বিশ কোটি কণ্ঠে মা ব'লে ডাকিলে,
রোমাঞ্চ উঠিবে অনন্ত নিখিলে,
বিশ কোটি ছেলে মায়েরে ঘেরিলে,
দশদিক্ স্মখে হাসিবে ।

সে দিন প্রভাতে নূতন তপন,
নূতন জীবন করিবে বপন,
এ নহে কাহিনী এ নহে স্বপন,
আসিবে সে দিন আসিবে ।

আপনার মায়ে মা ব'লে ডাকিলে,
আপনার ভায়ে হৃদয়ে রাখিলে,

সব পাপ তাপ দূরে যায় চলে,
পুণ্য প্রেমের বাতাসে ।

সেথায় বিরাজে দেব-আশীর্বাদ
না থাকে কলহ, না থাকে বিবাদ,
ছুটে অপমান, জেগে উঠে প্রাণ,
বিমল প্রতিভা বিকাশে ।

—রবীন্দ্রনাথ:

গভীর নিশীথে

গভীর রজনী !
জাগ্ রে জাগ্ রে
প্রাণ-প্রিয় ভাই
জাগ্ রে সকলে
ভারতের গতি,
ভেবে আজ কেন

ডুবেছে ধরণী,
সাধের লেখনী !
ভারত-সন্তান !
শোন্ করি গান ।
ভারত-নিয়তি,
উথলিল প্রাণ ।

কা'র কথা ভাবি,
সব অঙ্ককার
কোটি কোটি লোক
চিরমগ্ন, যেন

কোন্ দিক্ দেখি,
যে দিকে নিরখি !
অজ্ঞান-আধারে
আছে কারাগারে ;—

দারিদ্র্য-ভাবনা,
শোণিত শুষিছে
নির্বাক হইয়া

অসহ্য যাতনা,
তাদের সংসারে,
কাঁদে পরস্পরে !

অভ্র কি ভ্র
অনাহারে শীর্ণ
না যেতে যৌবন
বিষাদ নিরাশা
দারিদ্র্য-ঝাঁতায়
চূর্ণ আশা যত
সে মুখ ভাবিলে

লোক শত শত
দেখি অবিরত ;
তাদের নয়নে
দেখি এক সনে ;
প্রাণ পিষে যায়,
কঠোর ঘর্ষণে,
ঘুমাই কেমনে ?

কাজ কি ঘুমায়ে
কাজ কি বিশ্রামে
এ ঘোর হৃদশা
বিন্দু বিন্দু রক্ত
তিল তিল ক'রে
বল বুদ্ধি মন
আয় ধরে দিই

থাকি জাগরণে,
খাটি প্রাণপণে,
ঘুমালে কি যায় !
পড়ুক ধরায়,
আয় বাই ম'রে ;
মিলিয়া সবায়
ভারতের পায় !

উৎসাহেতে পুড়ে
তাও যদি হয়,
বুঝিয়াছি বেশ,

মরিব আকালে,
হোক রে কপালে !
দিতে হবে প্রাণ,

তবে রে জাগিবে
আয় জন কত
খাটিয়া জীবন
তবে যদি জাগে

ভারত-সন্তান !
ধরি এই ব্রত
করি অবসান,
ভারত-সন্তান !

আয় রে বোম্বাই !
বৃথা গুগোলে
ভারতের তোরা
আয় সবে মিলে
মিলে পরস্পরে,
আয় দেখি সবে
দেখি রে দুর্দশা

আয় রে মাদ্রাজ !
নাহি কোন কাজ,
অমূল রতন,
করি জাগরণ ;
দেশের উদ্ধারে
করি প্রাণপণ,
না যায় কেমন !

ভাই মহারাষ্ট্র !
পৌরুষের আভা
দাঁড়াও আসিয়া
মুখ দেখে আশা
সাহসের কথা,
প্রিয় ভারতের
জয় মহারাষ্ট্র,

তোমার কপালে,
আছে চিরকালে ।
কাছে একবার,
বাড়ুক আমার ;
শুনে যাক্ ব্যথা,
হোক্ রে উদ্ধার ;
জয় রে তোমার !

আয় রাজপুত,
জাতি-ধর্ম-ভেদ

আয় প্রিয় শিখ,
সকলি অলৌক,

ভারত-রুধির
ভাই ব'লে নিতে
আয় ভাই ব'লে
ভাই হ'য়ে রব
ক'রো না রে ঘৃণা

পাইয়াছি শিক্ষা,
তোরা ভাই সব
তা ব'লে ভেবো না
আর বলিব না
তোদের যে গতি
তো'দিকে ফেলিয়া
সবে এক হ'য়ে

শেষে ডেকে বলি
প্রাচীন শত্রুতা
দেশের দুর্দশা
তোরা ত সম্ভান
সে শত্রুতা ভুলে
—পুতে রাখ্ কথা
বল শুধু—“মোরা
ভারতের তোরা,
আয় পূর্ণ হলো

সবার শরীরে,
তবে শঙ্কা কি রে !
দিব প্রাণ খুলে,
তোদের মন্দিরে,
ভীকু বাঙালীরে ।

পেয়েছি ত মান,
আছিহু অজ্ঞান ।
করিব মমতা,
সুশিক্ষার কথা,
আমারো সে গতি,
চাই না সভ্যতা,
থাকিব সর্বথা ।

ওরে মুন ভাই,
প্রয়োজন নাই ।
দেখ্ হলো ঢের,
প্রিয় ভারতের ।
আয় প্রাণ খুলে,
মশ্লেম্, কাকের—
প্রিয় ভারতের !”

তোদের আমরা,
আনন্দের ভরা !

সবে এক দশা
তবে রে শক্রতা
মিলি ভাই ভাই
ঘুরিয়া বেড়াই
“আমাদের মাতা

তবে অহঙ্কার,
শোভে না যে আর
জয়ধ্বনি গাই,
শুভ সমাচার,—
বাঁচিল আবার !”

—শিবনাথ শাস্ত্রী

রামপ্রসাদী স্মরণ

আমরা মিলেছি আজ মায়ের ডাকে !

ঘরের হ’য়ে পরের মতন

ভাই ছেড়ে ভাই ক’দিন থাকে !

প্রাণের মাঝে থেকে থেকে,

আয় ব’লে ওই ডেকেছে কে !

সেই গভীর স্বরে উদাস ক’রে

আর কে কা’রে ধ’রে রাখে !

যেথায় থাকি যে যেখানে,

বাঁধন আছে প্রাণে প্রাণে,

প্রাণের টানে টেনে আনে

সেই প্রাণের বেদন জানে না কে !

মান অপমান গেছে যুচে,
 নয়নের জল গেছে যুছে,
 নবীন আশে হৃদয় ভাসে
 ভাইয়ের পাশে ভাইকে দেখে ।
 কতদিনের সাধন-ফলে,
 মিলেছি আজ দলে দলে,
 আজ ঘরের ছেলে সবাই মিলে
 দেখা দিয়ে আয় রে মাকে !

—রবীন্দ্রনাথ

শঙ্করা—কাণ্ড্যালি

চল্‌রে চল্‌ সবে ভারত-সন্তান,
 মাতৃভূমি করে আহ্বান !
 বীরদর্পে পৌরুষ গর্বের,
 সাধ্‌রে সাধ্‌ সবে দেশেরি কল্যাণ ।
 পুত্র ভিন্ন মাতৃ-দৈন্য
 কে করে মোচন ?
 উঠ, জাগো সবে, বল মাগো,
 তব পদে সাঁপিহু পরাণ !

এক তন্ত্রে কর তপ,
 এক মন্ত্রে জপ ;
 শিক্ষা, দীক্ষা, লক্ষ্য, মোক্ষ এক,
 এক সুরে গাও সবে গান ।
 দেশ দেশান্তে যাও রে আনতে,
 নব নব জ্ঞান,
 নব ভাবে নবোৎসাহে মাতো,
 উঠাও রে নবতর তান ।
 লোক-রঞ্জন লোক-গঞ্জন
 না করি দৃকপাত ;
 যাহা শুভ, যাহা ধ্রুব, ত্রায়,
 তাহাতে জীবন কর দান ।
 দলাদলি সব ভুলি,
 হিন্দু-মুসলমান ;
 এক পথে এক সাথে চল,
 উড়াইয়ে একতা-নিশান ।

—জ্যোতিরিন্দ্রনাথ

মিশ্র খাঙ্গাজ—কাওয়ালী

শুভদিনে শুভক্ষণে গাহ আজি জয়,
 গাহ জয়, গাহ জয়, মাতৃভূমির জয় !
 (একাধিক কণ্ঠে) জয় জয় জয়, মাতৃভূমির জয় !
 (বহুকণ্ঠে) জন্মভূমির জয়, স্বর্ণভূমির জয় !

পুণ্যভূমির জয়, মাতৃভূমির জয় !
 লক্ষ মুখে ঐক্যগাথা রটাও জগতময় !
 সুখ-স্বস্তি-স্বাস্থ্য-সার্থ দিলাম তোমার পায়,
 যতদিন মা, তোমার বক্ষ জুড়িয়ে না যায় ;
 কে সুখে ঘুমায়, কে জেগে বৃথায় ?
 মায়ের চোখে অশ্রুধারা, সে কি প্রাণে সয় !
 নূতন উষায় গাহে পাখী নূতন জাগান সুর ;
 উঠ রাণী কাঙ্ক্ষালিনী দুঃখ হ'ল দূর ;
 অলস আঁখি মেল, মলিন বসন ফেল,
 উঠ মা গো, জাগো জাগো ডাকে পুত্রচয় !

—প্রমথনাথ রায়চৌধুরী

হে ভারত, আজি তোমারি সভায়,

শুন এ কবির গান ।—

তোমার চরণে নবীন হরষে

এনেছি পূজার দান ।

এনেছি মোদের দেহের শক্তি,

এনেছি মোদের মনের ভক্তি,

এনেছি মোদের ধর্মের মতি,

এনেছি মোদের প্রাণ !

এনেছি মোদের শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য

তোমাতে করিতে দান ॥

কাঞ্চন-খালি নাহি আমাদের,

অন্ন নাহিক জুটে ।

যা' আছে মোদের এনেছি সাজায়ে

নবীন পর্ণপুটে ।

সমারোহে আজ নাহি প্রয়োজন,

দীনের এ পূজা, দীন আয়োজন,

চিরদারিদ্র্য করিব মোচন,

চরণের ধূলা লুটে ।

স্বর-হুল্লভ তোমার প্রসাদ

লইব পর্ণপুটে ॥

রাজা তুমি নহ, হে মহাতাপস,
তুমিই প্রাণের প্রিয় ।

ভিক্ষাভূষণ ফেলিয়া পরিব
তোমারি উত্তরীয় ।

দৈন্তের মাঝে আছে তব ধন,
মৌনের মাঝে রয়েছে গোপন
তোমার মস্ত্র অগ্নিবচন,
তাই আমাদের দিও ।

পরের সজ্জা ফেলিয়া পরিব,
তোমারি উত্তরীয় !

দাও আমাদের অভয়মস্ত্র,
অশোকমস্ত্র তব !

দাও আমাদের অমৃতমস্ত্র,
দাও গো জীবন নব !

যে জীবন ছিল তব তপোবনে,
যে জীবন ছিল তব রাজ্যাসনে,
মুক্ত দীপ্ত সে মহাজীবনে
চিত্ত ভরিয়া লব !

মৃত্যুতরণ শঙ্কাহরণ
দাও সে মস্ত্র তব !

উপনয়ন

আজি তব ভগ্ন দেবালয়ে হোমানল
 ভাল করি জ্বাল, ও গো তাপস মহান্ !
 বাজাও তোমার শঙ্খ, বাজাও বিঘাগ,
 তারস্বরে কর উচ্চারণ অনর্গল
 বীজমন্ত্র তব । এসেছি আমরা আজ
 ব্রাহ্মণ-চণ্ডাল, বাল-বৃদ্ধ, যুবা-নারী
 তব ভক্তদল ;—দাও দীক্ষা, দাও সাজ
 বৈরাগ্যের পবিত্র গৈরিক, ব্রহ্মচারী
 আজি হ'তে মোরা ; লভি নবজীবনের
 দ্বিজ নবীন ! শূদ্র বিপ্রে স্ত্রীপুরুষে,
 দাও কণ্ঠে যজ্ঞ-উপবীত সকলের
 নির্বিচারে । আজি এই মঙ্গল প্রত্যাষে
 তব যজ্ঞকুণ্ড হ'তে যজ্ঞানল লয়ে
 গৃহে ফিরি যাই সবে অগ্নিহোত্রী হ'য়ে !

মা আমার

যেই দিন ও চরণে ডালি দিহু এ জীবন,
হাসি, অশ্রু সেই দিন করিয়াছি বিসর্জন ।
হাসিবার কঁাদিবার অবসর নাহি আর,
হুঃখিনী জনম-ভূমি,—মা আমার, মা আমার !

অনল পুষ্টিতে চাহি আপনার হিয়া মাঝে,
আপনারে অপরেরে নিয়োজিতে তব কাজে ;
ছোটখাটো সুখ-দুঃখ—কে হিসাব রাখে তার,
ভূমি যবে চাহ কাজ,—মা আমার, মা আমার !

অতীতের কথা কহি' বর্ত্তমান যদি যায়,
সে কথাও কহিব না, হৃদয়ে জপিব তায় ;
গাহি যদি কোন গান, গাব তবে অনিবার,
মরিব তোমারি তরে,—মা আমার, মা আমার !

মরিব তোমারি কাজে, বাঁচিব তোমারি তরে,
নহিলে বিষাদময় এ জীবন কে বা ধরে ?
যতদিনে না স্মৃতিবে তোমার কলঙ্ক-ভার,
থাক্ প্রাণ, থাক্ প্রাণ,—মা আমার, মা আমার !

—কামিনী রায়

মিশ্র ঝাঁঝিট—একতালা

নব বৎসরে করিলাম পণ

ল'ব স্বদেশের দীক্ষা,

তব আশ্রমে, তোমার চরণে,

হে ভারত, ল'ব শিক্ষা !

পরের ভূষণ, পরের বসন,

তেয়াগিব আজ পরের অশন,

যদি হই দীন, না হইব হীন,

ছাড়িব পরের ভিক্ষা !

নব বৎসরে করিলাম পণ

ল'ব স্বদেশের দীক্ষা !

না থাকে প্রাসাদ, আছে ত কুটীর

কল্যাণে সুপবিত্র !

না থাকে নগর, আছে তব বন

ফলে ফুলে সুবিচিত্র !

তোমা হতে যত দূরে গেছি সরে'

তোমাতে দেখেছি তত ছোট করে'

কাছে দেখি আজ, হে হৃদয়-রাজ,

তুমি পুরাতন মিত্র !

হে তাপস, তব পর্ণকুটীর

কল্যাণে সুপবিত্র !

পরের বাক্যে তব পর হ'য়ে
 দিয়েছি পেয়েছি লজ্জা !
 তোমারে ভুলিতে ফিরায়েছি মুখ !
 পরেছি পরের সজ্জা !
 কিছু নাহি গণি' কিছু নাহি কহি'
 জপিছ মন্ত্র অস্তুরে রহি,
 তব সনাতন ধ্যানের আসন
 মোদের অস্থি মজ্জা !
 পরের বুলিতে তোমারে ভুলিতে
 দিয়েছি পেয়েছি লজ্জা !

সে সকল লাজ তেয়াগিব আজ
 লইব তোমার দীক্ষা !
 তব পদতলে বসিয়া বিরলে
 শিখিব তোমার শিক্ষা !
 তোমার ধর্ম, তোমার কর্ম,
 তব মন্ত্রের গভীর মর্ম,
 লইব তুলিয়া সকল ভুলিয়া,
 ছাড়িয়া পরের ভিক্ষা !
 তব গৌরবে গরব মানিব,
 লইব তোমার দীক্ষা !

—রবীন্দ্রনাথ

বন্দে মাতরম্

হাশির—ভালফের্তা

আনন্দধ্বনি জাগাও গগনে !

কে আছে জাগিয়া পূর্বে চাহিয়া

বল উঠ উঠ সঘনে, গভীর নিদ্রামগনে ।

দেখ তিমির রজনী যায় ওই,

হাসে উষা নব জ্যোতির্ময়ী

নব আনন্দে নব জীবনে,

কুল্ল কুসুম, মধুর পবনে, বিহগকুলকুঞ্জে ।

হের আশার আলোকে জাগে শুকতারা উদয়-অচল পথে,

কিরণ-কিরীটে তরুণ তপন উঠিছে অরুণ রথে ।

চল যাই কাজে মানব-সমাজে,

চল বাহিরিয়া জগতের মাঝে,

থেকো না মগন শয়নে, থেকো না মগন স্বপনে !

যায় লাজ ত্রাস আলস বিলাস কুহক মোহ যায় !

ঐ দূর হয় শোক সংশয় দুঃখ স্বপনপ্রায় !

ফেল জীর্ণ চীর, পর নব সাজ,

আরম্ভ কর জীবনের কাজ,

সরল সবল আনন্দ মনে অমল অটল জীবনে !

—রবীন্দ্রনাথ

প্রভাত

আবৃত নভ নিবিড় ঘনে

ভুবন ঘন আধারে,

গরজে গুরু অশনি ভীম নিনাদে ।

জাগিয়া ক্ষীণ কিরণ-কণা

কাঁপে আধার মাঝারে,

হরষ যেন জাগে অসীম বিষাদে !

জলদ ভেঙে অরুণ রেঙে উঠিছে ;

জগত-তীরে প্রভাত ধীরে ফুটিছে ।

জাগ রে আজি বঙ্গবাসী—

তামসী নিশি অতীত ;

কিরণ-রেখা দিতেছে দেখা পূরবে ।

রবে না নভে এ ঘন ঘটা—

হেরিবে রবি উদিত ;

গাহিবে গীত বিহগ কত সুরবে,

দীপ্তিভরা আননে ধরা রাজিবে ।

আবার মহী নয়ন মোহি সাজিবে ।

জাগ রে জাগ বঙ্গবাসী—

প্রভাত আসি উদিছে !

জলদভেদি ভাতিছে নীল গগন রে ।
গৌরবেতে সৌরকরে—

আশার কলি ফুটিছে,
সৌরভেতে মোহিয়া বন পবন রে ।
হেরি, পুলকে ধরা আলোকে রঞ্জিত,
বঙ্গময় গাহ রে জয়-সঙ্গীত ।

—বিজয়চন্দ্র মজুমদারঃ

হাম্বির—একতাল

জননীর দ্বারে আজি ওই
শুন গো শঙ্খ বাজে !
থেকো না থেকো না, ওরে ভাই,
মগন মিথ্যা কাজে !
অর্ঘ্য ভরিয়া আনি
ধর গো পূজার থালি,
রত্ন-প্রদীপখানি
যতনে আন গো জালি,
ভরি লয়ে দুই পাণি
বহি আন ফুল-ডালি,

মা'র আস্থান-বাণী
 রটাও ভুবন মাঝে—
 জননীর দ্বারে আজি ওই
 শুন গো শঙ্খ বাজে !
 আজি প্রসন্ন পবনে
 নবীন জীবন ছুটিছে !
 আজি প্রফুল্ল কুসুমে
 তব স্নগন্ধ ছুটিছে !
 আজি উজ্জ্বল ভালে
 তোল উন্নত মাথা,
 নব সঙ্গীত-তালে
 গাও গম্ভীর গাথা,
 পর মাল্য কপালে
 নব পল্লব গাঁথা,
 শুভ সুন্দর কালে
 সাজ সাজ নব সাজে,—
 জননীর দ্বারে আজি ওই
 শুন গো শঙ্খ বাজে !

—রবীন্দ্রনাথ

আশার স্বপন

তোরা শুনে যা আমার মধুর স্বপন,
 শুনে যা আমার আশার কথা ;
 আমার নয়নের জল রয়েছে নয়নে,
 তবুও প্রাণের ঘুচেছে ব্যথা ।
 এই নিবিড় নীরব আধারের তলে,
 ভাসিতে ভাসিতে নয়নের জলে,
 কি জানি কখন কি মোহন বলে
 ঘমায়ে ক্রণেক পড়িছু হেথা ।
 আমি শুনিচু জাহ্নবী যমুনার তীরে,
 পুণ্য-দেব-স্তুতি উঠিতেছে ধীরে,
 কৃষ্ণা, গোদাবরী, নর্মদা, কাবেরী,
 পঞ্চনদ-কূলে একই প্রথা ।
 আর দেখিচু যতেক ভারত-সম্ভান,
 একতায় বলী জ্ঞানে গরীয়ান,
 আসিছে যেন গো তেজোমূর্তিমান,
 অতীত স্মৃতিতে আসিত যথা ।
 ঘরে ভারত-রমণী সাজাইছে ডালি,
 বীর শিশুকুল দেয় করতালি,
 মিলি যত বালা গাঁথি জয়মালা,
 গাইছে উল্লাসে বিজয়-গাথা ।

—কামিনী রায়

আহ্বান

ওই শোন্ ওই শোন্ সৰুৰূপ

মায়ের আহ্বান ;

আয় ছুটে আয়, আছিহু কোথায়

অযুত সন্তান !

কে এখনো বসি' করে ছেলেখেলা,

আলসে বিলাসে কে কাটায় বেলা,

বিবাদে বিষাদে লাজে অপমানে

কে বা ম্রিয়মাণ ?

ওই শোন্ ওই শোন্

মায়ের আহ্বান !

জননীর হৃথে কাঁদে না কি আজ

কাহারো পরাণ ?

কে মুছাবে মা'র নয়নের জল,

কে মায়ের মুখ করিবে উজ্জ্বল,

কে সাধিতে চাহে প্রাণপণ করি

মায়ের কল্যাণ !

ওই শোন্ ওই শোন্

মায়ের আহ্বান ।

—রমণীমোহন ঘোষ

জয় জয় জনমভূমি, জননি !
 বঁার স্তম্ভাস্থধাময় শোণিত ধমনী ;
 কীৰ্ত্তি-গীতিজিত, স্তম্ভিত, অবনত,
 মুষ্ক, লুক, এই স্রবিপুল ধরণী !

উজ্জ্বল-কাঞ্চন-হীরক-মুক্তা—
 মণিময়-হার-বিভূষণ-যুক্তা ;
 শ্যামল-শস্য-পুষ্প-ফল-পূরিত,
 সকল-দেশ-জয়-মুকুটমণি !

সর্ব্ব-শৈল-জিত,-হিমগিরি-শৃঙ্গে,
 মধুর-গীতি-চির-মুখরিত ভূঙ্গে,
 সাহস-বিক্রম-বীৰ্য্য-বিমণ্ডিত,
 সঞ্চিত পরিণত জ্ঞান-খনি !

জননি-তুল্য তব কে মর-জগদে ৬
 কোটিকণ্ঠে কহ, “জয় মা ! বরদে !”
 দীর্ঘ বক্ষ হ’তে তপ্তরক্ত তুলি’
 দেহ পদে, তবে ধন্য গণি !

—রজনীকান্ত সেন

পরিশিষ্ট

শিবাজী-উৎসব

কোন্ দূর শতাব্দীর কোন্ এক অখ্যাত দিবসে
 নাহি জানি আজি,
 মারাঠার কোন্ শৈলে অরণ্যের অন্ধকারে বসে—
 হে রাজা শিবাজি,
 তব ভাল উদ্ভাসিয়া এ ভাবনা তড়িৎ প্রভাবৎ
 এসেছিল নামি’—
 “একধর্মরাজ্যপাশে খণ্ড-ছিন্ন-বিক্ষিপ্ত ভারত
 বেঁধে দিব আমি।”

সেদিন এ বঙ্গদেশ উচ্চকিত জাগে: নি স্বপনে,
 পায় নি সংবাদ,
 বাহিরে আসে নি ছুটে, উঠে নাই তাহার; প্রাক্‌গণে
 শুভ শঙ্খনাদ!
 শাস্ত্রমুখে বিছাইয়া আপনার কোমল নির্মল
 শ্রামল উত্তরী’
 তদ্রাতুর সঙ্ক্যাকালে শত পল্লীসন্তানের দল
 ছিল বন্ধে করি’।

তার পরে একদিন মারাঠার প্রাস্তর হইতে
 তব বজ্রশিখা

আঁকি দিল দিগ্‌দিগন্তে যুগযুগান্তের বিহ্বলবহ্নিতে
মহামন্ত্রশিখা !

মোগল-উক্ষীষশীর্ষ প্রস্ফুরিল প্রলয়প্রদোষে
পরুপত্র যথা, —

সে দিনও শোনে নি বঙ্গ মারাঠার সে বজ্রনির্ঘোষে
কি ছিল বারতা !

তারপরে শূন্য হ'ল ঝঞ্ঝাফুরুর নিবিড় নিশিতে
দিল্লীরাজশালা,—

একে একে কক্ষে কক্ষে অন্ধকারে লাগিল মিশিতে
দীপালোকমালা !

শবলুর গৃধ্রদের উর্দ্ধস্বর বীভৎস চীৎকারে
মোগল-মহিমা

রচিল শ্মশানশয্যা—মুষ্টিমেয় ভস্মরেখাকারে
হ'ল তার সীমা ।

সেদিন এ বঙ্গপ্রান্তে পণ্যবিপণীর এক ধারে
নিঃশব্দ চরণ

আনিল বণিকুলস্থলী সুড়ঙ্গপথের অন্ধকারে
রাজসিংহাসন !

বঙ্গ তারে আপনার গজোদকে অভিষিক্ত করি
নিল চুপে চুপে ;

বণিকের মানদণ্ড দেখা দিল, পোহালে শৰ্বরী
রাজদণ্ডরূপে !

সে দিন কোথায় তুমি, হে ভাবুক, হে বীর মারাঠি,
কোথা তব নাম !

গৈরিক পতাকা তব কোথায় ধূলায় হ'ল মাটি—
তুচ্ছ পরিণাম !

বিদেশীর ইতিবৃত্ত দস্যু বলি' করে পরিহাস
অট্টহাস্তরবে,—

তব পুণ্যচেষ্টা যত তঙ্করের নিষ্ফল প্রয়াস—
এই জানে সবে !

অয়ি ইতিবৃত্তকথা, ক্ষান্ত কর মুখর ভাবণ,
ওগো মিথ্যাময়ি,

তোমার লিখন-পরে বিধাতার অব্যর্থ লিখন
হবে আজি জয়ী !

যাহা মরিবার নহে, তাহারে কেমনে চাপা দিবে
তব ব্যঙ্গবাণী ?

যে তপস্শ্রা সত্য, তারে কেহ বাধা দিবে না ত্রিদিবে
নিশ্চয় সে জানি !

হে রাজতপস্বি বীর, তোমার সে উদার ভাবনা
বিধির ভাঙারে

সঞ্চিত হইয়া গেছে, কাল কভু তার এক কণা
 পারে হরিবারে ?
 তোমার সে প্রাণোৎসর্গ স্বদেশলক্ষ্মীর পূজাঘরে
 সে সত্যসাধন
 কে জানিত হ'য়ে গেছে চির-যুগযুগান্তর-তরে
 ভারতের ধন !

অখ্যাত অজ্ঞাত রহি' দীর্ঘকাল হে রাজবৈরাগি,
 গিরিদরীতলে,
 —বর্ষার নিঝর যথা শৈল বিদরিয়া উঠে জাগি
 পরিপূর্ণ বলে—
 সেই মতে বাহিরিলে,—বিশ্বলোক ভাবিল বিশ্বয়ে,
 যাহার পতাকা
 অম্বর আচ্ছন্ন করে, এতকাল এত ক্ষুদ্র হ'য়ে
 কোথা ছিল ঢাকা !

সেই মত ভাবিতেছি আমি কবি এ পূর্বভারতে—
 কি অপূর্ব হেরি !
 বঙ্গের অঙ্গন-দ্বারে কেমনে ধ্বনিল কোথা হ'তে
 তব জয়ভেরি ?
 তিনশত বৎসরের গাঢ়তম তমিস্র বিদারি
 প্রতাপ তোমার

এ প্রাচীদিগন্তে আজি নবতর কি রশ্মি প্রসারি
উদিল আবার ?

মরে না মরে না কভু সত্য যাহা, শত শতাব্দীর
বিস্মৃতির তলে,

নাহি মরে উপেক্ষায়, অপমানে না হয় অস্থির,
আঘাতে না টলে !

যারে ভেবেছিল সবে কোনূকালে হয়েছে নিঃশেষ
কর্ম্মপরপারে,

এল সেই সত্য তব পূজ্য অতিথির ধরি বেশ
ভারতের দ্বারে !

আজও তার সেই মন্ত্র, সেই তার উদার নয়ান
ভবিষ্যের পানে,

একদৃষ্টে চেয়ে আছে, সেথায় সে কি দৃশ্য মহান
হেরিছে কে জানে !

অশরীর হে তাপস, শুধু তব তপোগুহি ল'য়ে
আসিয়াছে আজ,

তবু তব পুরাতন সেই শক্তি আনিয়াছ ব'য়ে
সেই তব কাজ !

আজি তব নাহি ধ্বজা, নাই সৈন্য, রণ-অশ্বদল,
অস্ত্র খরতর,—

অর্জি আর নাহি বাজে আকাশেরে করিয়া পাগল
হর হর হর !

শুধু তব নাম অর্জি পিহ্লোক হতে এল নামি,
করিল আহ্বান,
মুহুর্তে হৃদয়াসনে তোমারেই বরিল, হে স্বামি,
বাজালীর প্রাণ !

এ কথা ভাবে নি কেহ এ তিন শতাব্দীকাল ধরি'—
জানে নি স্বপনে—

তোমার মহৎ নাম বঙ্গ-মারাঠারে এক করি'
দিবে বিনা রণে !

তোমার তপস্যাতেজ দীর্ঘকাল করি অন্তর্দ্বান
অর্জি অকস্মাৎ

মৃত্যুহীন-বাণীরূপে আনি দিবে নূতন পরাণ,
নূতন প্রভাত !

মারাঠার প্রাস্ত হ'তে একদিন তুমি, ধর্মরাজ,
ডেকেছিলে যবে,

রাজা বলে' জানি নাই, মানি নাই, পাই নাই লাজ
সে ভৈরব রবে ।

তোমার কৃপাণ-দীপ্তি একদিন যবে চমকিলা
বঙ্গের আকাশে,

সে ঘোর দুৰ্য্যোগদিনে না বুঝিহু রুদ্র সেই লীলা,
লুকানু তরাসে ।

মৃত্যুসিংহাসনে আজি বসিয়াছে অমরমূৰ্ত্তি,—
সমুন্নত ভালে ;
যে রাজকিরীট শোভে, লুকাবে না তার দিব্যজ্যোতি
কভু কোনো কালে !
তোমারে চিনেছি আজি, চিনেছি, চিনেছি হে রাজন্,
তুমি মহারাজ !
তব রাজকর ল'য়ে আটকোটি বজ্রের নন্দন
দাঁড়াইবে আজ !

সে দিন শুনি নি কথা—আজ মোরা তোমার আদেশ
শির পাতি' ল'ব !
কণ্ঠে কণ্ঠে বক্ষে বক্ষে ভারতে মিলিবে সৰ্বদেশ
ধ্যানমন্ত্ৰে তব !
স্বজা করি' উড়াইব বৈরাগীর উত্তরী' বসন
দরিদ্রের বল !
“একধৰ্ম্মরাজ্য হবে এ ভারতে” এ মহাবচন
করিব সম্বল !

মারাঠীর সাথে আজি, হে বাঙ্গালি, এককণ্ঠে বল
“জয়তু শিবাজি !”

মারাঠীর সাথে আজি, হে বাঙ্গালি, একসঙ্গে চল

মহোৎসবে আজি !

আজি এক সভাতলে ভারতের পশ্চিম পূর্ব

দক্ষিণে ও বামে

সম্মুখ করুক আজি এক যজ্ঞে একটি গৌরব

এক পুণ্যনামে !

—রবীন্দ্রনাথ

পরিবর্তিত - অংশ

(১)

জাগে নবভারতের জনতা ।

একজাতি একপ্রাণ একতা ॥

একই স্বপনে-পাওয়া নূতন পথে,

এক সুখে দুখে ধাওয়া নূতন রথে,

আসে নবভারতের আত্মার সারথি এ কংগ্রেস,

নিঃশ্বাসে নিঃশ্বাসে আলোড়িয়া শত প্রাণ শত দেশ,

মুক্তির একতারে বাজে সেই বারতা ।

একজাতি একপ্রাণ একতা ॥

আমার চলার পথে বাঁশি দিল যে,

আমার আঁধার ঘরে বাতি দিল যে,

ভূভারত-অধিরাজ চিনিয়াছি তোমারে যে কংগ্রেস,

নিজেরেও চিনিয়াছি, ঘুচাইলে মনোমাঝে মোহাবেশ,

ধনী দীন মাঝে তুমি আনিয়াছ সমতা ।

একজাতি একপ্রাণ একতা ॥

তুমি স্তবধরনি শত দেবদেউলের,

শুভ্র মমতা তুমি তাজমহলের,

মহাভারতের তুমি নব হিমালয়,

গঙ্গার ধারা তুমি কলগীতিময়,

জাগ্রত জনগণ গৌরবে জানিয়াছে সে কথা ।

একজাতি একপ্রাণ একতা ॥

হিন্দু-মুসলমান-অস্থির বজ্র এ কংগ্রেস,
 নবযুগসাধিকার চিন্তের শঙ্খ এ কংগ্রেস,
 শঙ্কা ও শৃঙ্খল অন্তরে ভাঙিল যে কংগ্রেস,
 নবহুরে নবরঙে কোটি প্রাণ রাঙিল যে কংগ্রেস,
 চেতনার স্পন্দনে ভাঙিয়াছে জড়তা !
 একজাতি একপ্রাণ একতা ॥

‘অভ্যুদয়’

(২)

ধন-ধান্য-পুষ্প-ভরা আমাদের এই বনুন্ধরা,
 তাহার মাঝে আছে দেশ এক সকল দেশের সেরা,
 ও যে স্বপ্ন দিয়ে তৈরী সে দেশ স্মৃতি দিয়ে ঘেরা ।
 এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি,
 সকল দেশের রাণী সে যে আমার জন্মভূমি ॥

চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারা কোথায় উজ্জল এমন-ধারা !
 কোথায় এমন খেলে তড়িৎ এমন কালো মেঘে !
 সেথা পাখীর ডাকে ঘুমিয়ে উঠি পাখীর ডাকে জেগে ।
 এমন স্নিগ্ধ নদী কাহার, কোথায় এমন ধূম্র পাহাড় !
 কোথায় এমন হরিৎ ক্ষেত্র আকাশ-তলে মেশে !
 এমন ধানের উপর চেউ খেলে যায় বাতাস কাহার দেশে !

পুষ্পে পুষ্পে ভরা শাখী, কুঞ্জে কুঞ্জে গাহে পাখী,
 গুঞ্জরিয়া আসে অলি পুঞ্জে পুঞ্জে ধেয়ে,
 তারা ফুলের উপর ঘুমিয়ে পড়ে ফুলের মধু খেয়ে !

ভায়ের মায়ের এত স্নেহ কোথায় গেলে পাবে কেহ !

ও মা তোমার চরণ ছুটি বক্ষে আমার ধরি,
 আমার এই দেশেতে জন্ম, যেন এই দেশেতেই মরি :

—দ্বিঃসুন্দর বায়

(৩)

যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে,

তবে একলা চল রে ।

একলা চল, একলা চল,

একলা চল রে ॥

যদি কেউ কথা না কয়,

(ওরে ওরে ও অভাগা !)

যদি সবাই থাকে মুখ ফিরায়ে,

সবাই করে ভয়,

তবে পরান খুলে,

ও তুই মুখ ফুটে তোর মনের কথা,

একলা বল রে ॥

যদি সবাই ফিরে যায়,
 (ওরে ওরে ও অভাগা !)
 যদি গহন পথে যাবার কালে
 কেউ ফিরে না চায়,
 তবে পথের কাঁটা
 ও তুই বক্তমাথা চরণতলে
 একলা দল রে ॥

যদি আলো না ধরে,
 (ওরে ওরে ও অভাগা !)
 যদি ঝড়বাদলে আঁধার রাতে
 জুয়ার দেয় ঘরে,
 তবে বজ্রানলে
 আপন বৃকের পাজর জ্বালিয়ে নিয়ে
 একলা জ্বল রে ॥

—রবীন্দ্রনাথ

(৪)

বড় তংস শরঙ্গ—চৌতাল

মাতৃমন্ত্র অস্তরে রাখি,
স্বদেশের পূলি মস্তকে মাখি,
নব আনন্দে উজ্জ্বল আখি—

গাহ “বন্দে মাতরম্” :

পৃথ্বী-মাঝারে উন্নত শিরে,
নিজ নিভরে দাঁড়াও হে ফিরে,
দাঁড়াও হে ফিরে মায়েরে ঘিরে—

গাহ “বন্দে মাতরম্” ।

বজ্রের যত নগরী পল্লী,
ফুলগন্ধিত বিটপী বল্লী
নব সজ্জীতে উঠুক ধরনিয়া—

গাহ “বন্দে মাতরম্” :

গাহ শস্ত্র-শ্যামল-মাঠে,
গাহ গঞ্জে, বন্দরে, হাটে,
অন্দরে, পথে, নৌকায় রথে—

গাহ “বন্দে মাতরম্” ।

স্থলিতবচনে গাহ প্রবীণ,
জলদমস্ত্রে গাহ নবীন,
বীণানিন্দিত কণ্ঠে বালক—

গাহ “বন্দে মাতরম্” ।

গাহ হৃদ্দিনে, গাহ পার্শ্বণে,
জন্মে, মরণে, জপ, তপ, রণে
দীক্ষামস্ত্র ঐক্যমস্ত্র—

গাহ “বন্দে মাতরম্” ।

ক্রটি অপরাধ থাক্ যদি থাকে
ভয় কি, মা আজি আপনি ডাকে ;
মাতৃসেবায় সব ক্রটি যায়—
গাহ “বন্দে মাতরম্” ।

হও বিপন্ন, হও অশরণ,
মাতৃমস্ত্র রাখিও স্মরণ,
অমর জগতে মাতৃসেবক—

গাহ “বন্দে মাতরম্” ।

—সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

বন্দে মাতরম্

(৫)

শ্মশানে কি নতুন করে লাগল সবুজ রঙ,
সঞ্জীবনীমন্ত্র সে কি “বন্দে মাতরম্” ?
উড়েছিল থাক্ হয়ে যা, ফুলের শোভা ধরল কি তা,
মৃত্যুপুরে নতুন প্রাণের দেখছি নতুন ঢঙ ।

“করব কিংবা মরব”-মন্ত্রে জাগল সারা দেশ,
মরা মায়ের অঙ্গে আজি মনোহরণ বেশ ।
যারা অধীনতার গাঁসে রুধেছিল জীবন-শ্বাসে
বিদায়-ঘণ্টা ওঠি তাহাদের বাজল যে ঢঙ ঢঙ ।
শ্মশানে আজ নতুন করে লাগল সবুজ রঙ ।

—সজনীকান্ত দাস

(৬)

ওদের নাঁধন যতই শক্ত হবে,
ততই বাঁধন টুটবে,
মোদের ততই বাঁধন টুটবে ।

ওদের যতই আঁখি রক্ত হবে,
মোদের আঁখি ফুটবে,
ততই মোদের আঁখি ফুটবে ।

আজকে যে তোর কাজ করা চাই,
 স্বপ্ন দেখার সময় তো নাই,
 এখন ওরা যতই গর্জাবে, ভাই,
 তন্দ্রা ততই ছুটবে,
 মোদের তন্দ্রা ততই ছুটবে ।

ওরা ভাঙতে যতই চাবে জোরে,
 গড়বে ততই দ্বিগুণ করে,
 ওরা যতই রাগে মারবে রে ঘা
 ততই যে ঢেউ উঠবে,
 ওরে ততই যে ঢেউ উঠবে ।

তোরা ভরসা না ছাড়িস কভু,
 জেগে আছেন জগৎ-প্রভু,
 ওরা ধর্ম যতই দলাবে, ততই
 ধূলায় ধ্বজা লুটবে,
 ওদের ধূলায় ধ্বজা লুটবে ।

—রবীন্দ্রনাথ

উদ্বোধন

(৭)

ঘুচাতে তোমার দৈন্য আজি মা

সন্তান সবে জেগেছে,

চেতনার নব অঞ্জন-রেখা

লুপ্ত নয়নে লেগেছে,

চির পর-দাস, টুটিয়াছে কাঁস,

মাতৃচরণ ঘিরেছে,

তোমার উদার অঞ্চল মাঝে

স্নেহে জননী ! ফিরেছে ।

ঘরে ঘরে আজি মহাপূজা তব

কীর্তিত তব গরিমা,

ধন ধাত্তোর পূর্ণ পসরা

ভাণ্ডার তব ভরি মা !

উখিত নিতি, বন্দন-গীতি—

আট কোটি প্রাণ মোহিয়া

বিধাতার শুভ-আশীষ ঝরিছে

শান্তির ধারা বহিয়া ।

প্রেমডোরে তব দৃঢ় করি আজি

রাখ বাঙ্গালীকে বাঁধি মা !

পদতলে দলি বিদেশী-বিলাস

তব ব্রত যেন সাধি মা !

হটক মলিন, তবু চিরদিন
 অভিমান-মদ তুলিয়া,
 তোমারি বসনে ঘুচাইব লাজ
 নতশিরে ল'ব তুলিয়া ।
 কর আশীর্বাদ যুগযুগান্তরে
 এ কামনা র'ক্ বাঁচিয়া,
 নাহি কাজ প্রাণে, আজীবন শুধু
 পরেরি প্রসাদ যাচিয়া ;
 তোমারি কল্যাণ, নিশি দিনমান
 সাধনা মোদের হ'ক্ মা—
 তব পদরেণু সকল বাসনা
 পবিত্র করি' র'ক্ মা !

—গিরিজাকুমার

যেদিন স্থনীল জলধি হইতে উঠিলে জননি, ভারতবর্ষ !
 উঠিল বিশ্বে সে কি কলরব, সে কি মা ভক্তি, সে কি মা হর্ষ !
 সেদিন তোমার প্রভায় ধরায় প্রভাত হইল গভীর রাত্রি ;
 বন্দিল সবে, “জয় মা জননি ! জগত্তারিণি ! জগদ্ধাত্রি !”

ধন্য হইল ধরণী তোমার চরণ-কমল করিয়া স্পর্শ ;
 গাইল, “জয় মা জগন্মোহিনি ! জগজ্জননি ! ভারতবর্ষ !” ॥

সম্ভ্রান্ত-সিক্তবসনা চিকুর সিঙ্কু-শীকর-লিপ্ত ;
ললাটে গরিমা, বিমল হাস্তে অমল-কমল-আনন দীপ্ত,
উপরে গগন ঘেরিয়া নৃত্য করিছে তপন তারকা চন্দ্র
মস্তমুখ, চরণে ফেনিল জলধি গরজে জলদ-মস্ত ।

শীর্ষে শুভ্র-তুষার-কিরীট, সাগর-উমি ঘেরিয়া জঙ্ঘা ;
বক্ষে ছলিছে মুক্তার হার, পঞ্চসিঙ্কু যমুনা গঙ্গা ।
কখন মা তুমি ভীষণ দীপ্ত তপ্ত মরুর উষর দৃশ্যে,
হাসিয়া কখন শ্যামল শস্যে ছড়ায় পড়িছ নিখিল বিশ্বে ।

উপরে পবন প্রবল স্ননে শূন্যে গরজি অবিশ্রান্ত,
লুটায় পড়িছে পিক-কলরবে চুম্বি তোমার চরণ-প্রান্ত,
উপরে জলদ হানিয়া বজ্র করিছে প্রলয়-সলিল বৃষ্টি,
চরণে তোমার কুঞ্জ-কানন কুসুম-গন্ধ করিছে সৃষ্টি ।

জননি, তোমার বক্ষে শান্তি, কর্ণে তোমার অভয় উক্তি,
হস্তে তোমার বিতর অন, চরণে তোমার বিতর মুক্তি ।

জননি, তোমার সম্ভান-তরে কত না বেদনা, কত না হর্ষ !
জগৎপালিনি ! জগত্তারিণি ! জগজ্জননি ! ভারতবর্ষ !

—দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

(৯)

তোর আপন জনে ছাড়রে তোরে,
তা বলে ভাবনা করা চলবে না ।

তোর আশালতা পড়বে ছিঁড়ে
হয়তো রে ফল ফলবে না ।
তা বলে ভাবনা করা চলবে না ॥

আসবে পথে আঁধার নেমে,
তাই বলে কি রইবি থেমে !
ও তুই বারে বারে জ্বালবি বাতি
হয়তো বাতি জ্বলবে না ।

শুনে তোমার মুখের বাণী
আসবে ঘিরে বনের প্রাণী,
তবু হয়তো তোমার আপন ঘরে
পাষণ হিয়া গলবে না ।

বন্ধ দুয়ার দেখবি বলে,
অমনি কি তুই আসবি চলে !
তোরে বারে বারে ঠেলতে হবে
হয়তো দুয়ার টলবে না ।
তা বলে ভাবনা করা চলবে না ॥

(১০)

এই শিকল-পরা ছিল, মোদের এই শিকল-পরা ছিল ।

এই শিকল পরেই শিকল তোদের করব রে বিকল ॥

তোদের অন্ধ কারায় আসা মোদের বন্দী হতে নয়,

ওরে ক্ষয় করতে আসা মোদের সবার বাঁধন-ভয় ।

এই বাঁধন পরেই বাঁধন-ভয়কে করব মোরা জয়,

এই শিকল-বাঁধা পা নয় এ শিকল-ভাঙা কল ।

তোমরা বন্ধ ঘরের বন্ধনীতে করছ বিশ্ব গ্রাস

আর ত্রাস দেখিয়েই করবে ভাবছ বিধির শক্তি হ্রাস ।

সেই ভয়-দেখানো! ভূতের মোরা করব সর্বনাশ,

এবার আনব মাঠে বিজয়-মস্ত্র বলহীনের বল ॥

তোমরা ভয় দেখিয়ে করছ শাসন, জয় দেখিয়ে নয়,

সেই ভয়ের টুঁ টিই ধরব টিপে, করব তারে লয় ।

মোরা আপনি মরে মরার দেশে আনব বরাভয়,

মোরা ফাঁসি পরে আনব হাসি মৃত্যু-জয়ের ফল ॥

ওরে ক্রন্দন নয় বন্ধন এই শিকল ঝঞ্ঝনা,

সে যে মুক্তিপথের অগ্রদূতের চরণ-বন্দনা ।

এই লাঞ্ছিতেরাই অত্যাচারকে হানছে লাঞ্ছনা,

মোদের অস্থি দিয়েই জ্বলবে দেশে আবার বজ্রানল ॥

—নজরুল ইসলাম

(১১)

মা গো, যায় যেন জীবন চলে,
 শুধু জগৎ-মাঝে তোমার কাজে
 ‘বন্দে মাতরম্’ বলে ।
 আমার যায় যেন জীবন চলে ।

যখন মুদে নয়ন করব শয়ন
 শমনের সেই শেষ জালে,
 তখন সবই আমার হবে আধার,
 স্থান দিও মা ঐ কোলে ।

আমার মান অপমান সবই সমান,
 দলুক না চরণতলে ।
 যদি সইতে পারি মায়ের পীড়ন
 মানুষ হব কোন কালে ?

 লাল টুপি আর কাল কোতী,
 জুজুর ভয় কি আর চলে ?
 আমি মায়ের সেবায় রইব রত,
 পাশব-বলে দিক জেলে ।

আমায় বেত মেরে কি মা ভুলাবে,
 আমি কি মার সেই ছেলে ?
 দেখে রক্তারক্তি বাড়বে শক্তি,
 কে পালাবে মা ফেলে ?
 আমি ধন্য হব মায়ের জন্ত
 লাঞ্ছনাদি সহিলে ।
 ওদের বেত্রাঘাতে কারাগারে
 ফাঁসিকাঠে ঝুলিলে ।
 যে মার কোলে নাচি, শশ্বে বাঁচি,
 তৃষ্ণা জুড়াই যার জলে,
 বল লাঞ্ছনার ভয় কার কোথা রয়,
 সে মায়ের নাম স্মরিলে ?
 বিশারদ কয়, বিনা কষ্টে
 সুখ হবে না ভূতলে ।
 সে তো অধম যে হয় সহিতে রাজী,
 উত্তমে চায় মুখ তুলে ।
 আমার যায় যাবে জীবন চলে ॥

—কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ

(১২)

বাঙলার মাটি	বাঙলার জল
বাঙলার বায়ু	বাঙলার ফল
পুণ্য হউক	পুণ্য হউক
পুণ্য হউক,	হে ভগবান ॥
বাঙলার ঘর	বাঙলার হাট
বাঙলার বন	বাঙলার মাঠ
পূর্ণ হউক	পূর্ণ হউক
পূর্ণ হউক,	হে ভগবান ॥
বাঙালীর পণ	বাঙালীর আশা
বাঙালীর কাজ	বাঙালীর ভাষা
সত্য হউক	সত্য হউক
সত্য হউক,	হে ভগবান ॥
বাঙালীর প্রাণ	বাঙালীর মন
বাঙালীর ঘরে	যত ভাইবোন
এক হউক	এক হউক
এক হউক,	হে ভগবান ॥

—রবীন্দ্রনাথ

(১০)

হাতেতে হাত মেলাও,
 ভাই ভাই সারা ছুনিয়াই আজ,
 জোরসে পা চালাও ।
 পথ কি অনেক দূর,
 দুর্গম বন্ধুর ?
 আলো নাই, থাক, ভয় নাই তবু,
 প্রাণের দীপ জ্বালাও ।
 নূতন যুগের দ্বার
 রোধে কে পাহারাদার ?
 কার লোভ করে প্রভাত আড়াল ?
 তফাৎ সরে দাঁড়াও ।
 আকাশ ঘন ঘটায়
 মিছেই ভয় দেখায়,
 কিছু নাই যার কি হারাবে তার ?
 কেবা হবে পিছপাও ?

—প্রমোদ মিত্র

(১৪)

বঙ্গ আমার, জননী আমার, ধাত্রী আমার, আমার দেশ !
 কেন গো মা তোর শুষ্ক বয়ান, কেন গো মা তোর রুদ্ধ কেশ !
 কেন গো মা তোর ধূলায় আসন,

কেন গো মা তোর মলিন বেশ !
 সপ্তকোটি সন্তান যার ডাকে উচ্ছে 'আমার দেশ' !

কিসের হুঃখ, কিসের দৈন্য, কিসের লজ্জা, কিসের ক্লেশ,
 সপ্তকোটি মিলিত কণ্ঠে ডাকে যখন 'আমার দেশ' !

উদিল যেখানে বৃদ্ধ-আত্মা মুক্ত করিতে মোক্ষ-দ্বার,
 আজিও জুড়িয়া অর্ধ জগৎ ভক্তি-প্রণত চরণে য়ার ।
 অশোক বাঁহার কীর্তি ছাইল গান্ধার হতে জলধি-শেষ,
 তুই কিনা মা গো তাদের জননী,
 তুই কিনা মা গো তাদের দেশ !

একদা যাহার বিজয় সেনানী, হেলায় লঙ্কা করিল জয়,
 একদা যাহার অর্ণবপোত ভ্রমিল ভারতসাগরময়,
 সন্তান যার তিব্বত চীন জাপানে গঠিল উপনিবেশ,
 তার কিনা এই ধূলায় আসন, তার কিনা এই ছিন্ন বেশ ?

উঠিল যেখানে মুরজমল্লৈ নিমাইকণ্ঠে মধুর তান,
 শ্রায়েব বিধান দিল রঘুমণি, চণ্ডীদাস গাহিল গান !

যুদ্ধ করিল প্রতাপাদিত্য, তুই তো মা সেই ধন্য দেশ !

ধন্য আমরা যদি এ শিরায় থাকে তাদের রক্তলেশ ।

যদিও মা তোর দিব্য আলোকে

ঘেরে আছে আজি আঁধার ঘোর,

কেটে যাবে মেঘ, নবীন গরিমা ভাতিবে আবার ললাটে তোর ।

আমরা ঘুচাব মা তোর কালিমা, মানুষ্য আমরা, নহি তো মেঘ !

দেবী আমার, সাধনা আমার, স্বর্গ আমার, আমার দেশ !

—দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

খাঙ্গাজ—একতাল্য

কি আনন্দ আজি ভারত-ভুবনে

ভারত-জননী জাগিল !

আহা কি মধুর নবীন সুহাসি

মায়ের অধরে রয়েছে প্রকাশি,

যেন বা প্রভাতী কিরণের রাশি

উষার কপোলে জ্বলিল !

মরি কি স্মৃতিমা ফুটেছে বদনে
 কি বা জ্যোতি জ্বলে উজল নয়নে,
 কি আনন্দে দিক্ পুরিল—

ভারত-জননী জাগিল !

পূর্ব বাঙ্গালা, মগধ, বিহার,
 দেরাইস্‌মাইল, হিমাদ্রির ধার,
 করাচি, মাদ্রাজ, সহর বোম্বাই,
 সুরাটী, গুজরাটী, মহারাষ্ট্র ভাই,

চৌদিকে মায়েরে ঘেরিল ;

প্রেম-আলিঙ্গনে, করে রাখি কর
 খুলে দেছে হৃদি—হৃদি পরস্পর,
 এক প্রাণ সবে এক কণ্ঠস্বর,

মুখে জয়ধ্বনি ধরিল ।

প্রণয়-বিহ্বলে ধরে গলে গলে,
 গাহিল সকলে মধুর কাকলে,

গাহিল—“বন্দে মাতরম্-

সুজলাং সুফলাং, মলয়জ-শীতলাং,

শশ্য-শ্যামলাং, মাতরম্ ।

শুভ্র-জ্যোৎস্না-পুলকিত-যামিনীং,

কুসুম-কুমুদিত-ক্রমদল-শোভিনীং,

সুহাসিনীং সুমধুরভাষিনীং,

সুখদাং বরদাং মাতরম্ ।

বহুবলধারিণীং নমামি তারিণীং,

রিপুদলবারিণীং মাতরম্ ।”

উঠিল সে ধ্বনি নগরে নগরে,

তীর্থ দেবালয় পূর্ণ জয়স্বরে,

ভারত-জগত মাতিল !

—হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

(১৬)

দুর্গম গিরি, কান্তার, মরু, দুস্তর পারাবার,

লজ্জিতে হবে রাত্রি নিশীথে, যাত্রীরা হুঁশিয়ার !

ছলিতেছে তরী, ফুলিতেছে জল, ভুলিতেছে মাঝি পথ,

ছিঁড়িয়াছে পাল, কে ধরিবে হাল, আছে কার হিম্মৎ ?

কে আছ জোয়ান, হও আগুয়ান, ঠাঁকিছে ভবিষ্যৎ ।

এ তুফান ভারি, দিতে হবে পাড়ি, নিতে হবে তরী পার ॥

তিমির রাত্রি, মাতৃমন্ত্রী সান্ত্বীরা সাবধান !

যুগ-যুগান্ত-সঞ্চিত ব্যথা ঘোষিয়াছে অভিযান ।

ফেনাইয়া উঠে বঞ্চিত বৃকে পুঞ্জিত অভিমান,

ইহাদেরে পথে নিতে হবে সাথে, দিতে হবে অধিকার ॥

অসহায় জাতি মরিছে ডুবিয়া, জানে না সম্ভরণ,
কাণ্ডারী ! আজি দেখিব তোমার মাতৃ-মুক্তি-পণ !
'হিন্দু, না ওরা মুসলিম ?' ওই জিজ্ঞাসে কোন্ জন ?
কাণ্ডারী ! বল, 'ডুবিছে মানুষ, সম্ভান মোর মা'র ॥'

গিরি-সঙ্কট, ভীৰু যাত্রীরা, গুরু গরজায় বাজ,
পশ্চাত-পথ-যাত্রীর মনে সন্দেহ জাগে আজ !
কাণ্ডারী ! তুমি ভুলিবে কি পথ ? ত্যজিবে কি পথ-মাঝ ?
করে হানাহানি, তবু চল টানি, নিয়াছ যে মহাভার ॥

কাণ্ডারী ! তব সম্মুখে ওই পলাশীর প্রান্তর,
বাঙালীর খুনে লাল হল যেথা ক্লাইবের খজুর !
ঐ গঙ্গায় ডুবিয়াছে হায় ভারতের দিবাকর !
উদিবে সে রবি আমাদেরই খনে রাঙিয়া পুনর্বীর ॥

ফাঁসির মঞ্চে গেয়ে গেল যারা জীবনের জয়গান,
আসি অলক্ষ্যে দাঁড়ায়েছে তারা, দিবে কোন বলিদান ?
আজি পরীক্ষা, জাতিরে অথবা জাতেরে করিবে ত্রাণ ?
হুলিতেছে তরী, ফুলিতেছে জল, কাণ্ডারী হুঁশিয়ার !

—নজরুল ইসলাম

(১৭)

দেশ দেশ নন্দিত করি মন্দিত তব ভেরী,
আসিল যত বীরবৃন্দ আসন তব ঘেরি ।

দিন আগত ঐ,

ভারত তবু কই ?

সে কি রহিল লুপ্ত আজি সব-জন-পশ্চাতে ?

লউক বিশ্বকর্মভার, মিলি সবার সাথে,

প্রেরণ কর, তৈরব তব দুর্জয় আহ্বান হে,

জাগ্রত ভগবান হে ॥

বিস্ব-বিপদ দুঃখ- দহন তুচ্ছ করিল যারা,

মৃত্যু-গহন পার হইল, টুটিল মোহ-কারা ।

দিন আগত ঐ,

ভারত তবু কই ?

নিশ্চল নিবীৰ্যবাহু কর্মকীতিহীনে,

ব্যর্থশক্তি নিরানন্দ জীবনধন-দীনে,

প্রাণ দাও, প্রাণ দাও, দাও দাও প্রাণ হে,

জাগ্রত ভগবান হে ॥

নূতন-যুগ-সূর্য উঠিল, ছুটিল তিমির রাত্রি,

তব মন্দির-অঙ্গন ভরি মিলিল সকল যাত্রী ।

দিন আগত ঐ,

ভারত তবু কই ?

গত-গৌরব, হত-আসন, নত-মস্তক লাজে,
 গ্রানি তার মোচন কর, নর-সমাজ-মাঝে,
 স্থান দাও, স্থান দাও, দাও দাও স্থান হে,
 জাগ্রত ভগবান হে ॥

জনগণ-পথ তব জয়রথ-চক্র-মুখর আজি,
 স্পন্দিত করি দিগ্‌দিগন্ত উঠিল শঙ্খ বাজি ।

দিন আগত ঐ

ভারত তবু কই ?

দৈন্যজীর্ণ কঙ্ক তার, মলিন শীর্ণ আশা,
 ত্রাসরুদ্ধ চিত্ত তার, নাহি নাহি ভাষা ।
 কোটি-মৌন-কণ্ঠ-পূর্ণ বাণী কর দান হে,
 জাগ্রত ভগবান হে ॥

যারা তব শক্তি লভিল নিজ অন্তর-মাঝে,
 বর্জিল ভয়, অর্জিল জয়, সার্থক হল কাজে ।

দিন আগত ঐ,

ভারত তবু কই ?

আত্ম-অবিশ্বাস তার নাশ' কঠিন ঘাতে,
 পুঞ্জিত অবসাদভার হান' অশনি-পাতে ।

ছায়া-ভয়-চকিত মূঢ়, করহ পরিত্রাণ হে,
জাগ্রত ভগবান হে ॥

—রবীন্দ্রনাথ

(১৮)

বন্ধন-ভয় তুচ্ছ করেছি, উচ্ছে তুলেছি মাথা,
আর কেহ নয়, জেনেছি মোরাই মোদের পরিত্রাতা ।

‘করিব অথবা মরিব’—এ পণ

ভরিয়া তুলেছে ভারত-ভুবন,
স্বপ্নের মাঝে শুনিতেছি যেন সাধীন ভারতগাথা—
জয় জয় জয়, ভারতের জয়, জয়তু ভারতমাতা ॥

শুনিতেছ না কি শৃঙ্খল ওই ভাঙিতেছে খানখান,
মুক্তিকেতন উড়িছে আকাশে তারই বন্দনা-গান,

‘করিব অথবা মরিব’—এ পণ

ভরিয়া তুলেছে ভারত-ভুবন,
লক্ষ প্রাণের বলিবেদীমূলে নূতন আসন পাতা ।
জয় জয় জয়, ভারতের জয়, জয়তু ভারতমাতা ॥

—‘অভ্যুদয়’

(১৯)

বল, বল, বল সবে, শত-বীণা-বেণু-রবে,
 ভারত আবার জগৎ-সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে ।
 ধর্মে মহান হবে, কর্মে মহান হবে,
 নব দিনমণি উদিকে আবার পুরাতন এ পূরবে ॥

আজও গিরিরাজ রয়েছে প্রহরী,
 ঘিরি তিন দিক নাচিছে লহরী,
 যারনি শুকায়ে গঙ্গা গোদাবরী,
 এখনও অমৃত-বাহিনী ।

প্রতি প্রাস্তর, প্রতি গুহা-বন,
 প্রতি জনপদ, তীর্থ অগণন,
 কহিছে গৌরব-কাহিনী ॥

বিহ্বলী মৈত্রেয়ী, খনা, লীলাবতী,
 সতী, সাবিত্রী, সীতা, অরুন্ধতী,
 বহু বীরবালা, বীরেন্দ্র-প্রসূতি,
 আমরা তাঁদেরই সন্ততি ।

অনলে দহিয়া রাখে যারা মান,
 পতি-পুত্র-তরে স্থখে ত্যজে প্রাণ,
 আমরা তাঁদেরই সন্ততি ॥

ভোলেনি ভারত, ভোলেনি সে কথা,
 অহিংসার বাণী উঠেছিল হেথা ;

নানক, নিমাই করেছিল ভাই

সকল ভারত-নন্দনে ।

ভুলি ধর্ম-দ্বেষ জাতি-অভিমান,

ত্রিশ কোটি দেহ হবে এক প্রাণ,

এক জাতি প্রেম-বন্ধনে ॥

মোদের এ দেশ নাহি হবে পিছে,

ঋষি-রাজ-কুল জন্মেনি মিছে ;

ছুদিনের তরে হীনতা সহিছে,

জাগিবে আবার জাগিবে ।

আসিবে শিল্প-ধন-বাণিজ্য,

আসিবে বিদ্যা-বিনয়-বীর্য,

আসিবে, আবার আসিবে ॥

এস হে কৃষক কুটিরনিবাসী,

এস অনার্য গিরিবনবাসী,

এস হে সংসারী, এস হে সন্ন্যাসী,

মিল হে মায়ের চরণে ।

এস অবনত, এস হে শিক্ষিত,

পর-হিত-ব্রতে হইয়া দীক্ষিত,

মিল হে মায়ের চরণে ॥

এস হে হিন্দু, এস মুসলমান,

এস হে পারসী, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টিয়ান,
মিল হে মায়ের চরণে ॥

—অতুলপ্রসাদ সেন

(২০)

ভারত আমার, ভারত আমার, যেখানে মানব মেলিল নেত্র ;
মহিমার তুমি জগন্মুখি মা, এশিয়ার তুমি তীর্থক্ষেত্র ।
দিয়াছ মানবে জগৎ-জননী দর্শন-উপনিষদে দীক্ষা ;
দিয়াছ মানবে জ্ঞান ও শিল্প, কর্ম-ভক্তি-ধর্ম-শিক্ষা ।
ভারত আমার, ভারত আমার, কে বলে মা তুমি কুপার পাত্রী ?
কর্ম-জ্ঞানের তুমি মা জননী, ধর্ম-ধ্যানের তুমি মা ধাত্রী ॥

ভগবদগীতা গাহিল স্বয়ং ভগবান যেই জাতির সঙ্গে ;
ভগবৎ-প্রেমে নাচিল গৌর যে দেশের ধূলি মাখিয়া অঙ্গে ।
সন্ন্যাসী সেই রাজার পুত্র প্রচার করিল নীতির মর্ম ;
যাদের মধ্যে তরুণ তাপস প্রচার করিল 'সোহহং' ধর্ম ।

আর্য ঋষির অনাদি গভীর উঠিল যেখানে বেদের স্তোত্র,
 নহ কি মা তুমি সে ভারতভূমি, নহি কি আমরা তাদের গোত্র ?
 তাঁদের গরিমা-স্মৃতির বর্মে চলে যাব শির করিয়া উচ্চ ;
 যাদের গরিমাময় এ অতীত, তারা কখনই নহে মা তুচ্ছ ।

ভারত আমার, ভারত আমার, সকল মহিমা হউক খব' ;
 হুঃখ কি যদি পাই মা তোমার পুত্র বলিয়া করিতে গব' ?
 যদি বা বিলয় পায় এ জগৎ, লুপ্ত হয় এ মানব-বংশ,
 যাদের মহিমাময় এ অতীত, তাদের কখনও হবে না ধ্বংস ।

চোখের সামনে ধরিয়া রাখিয়া অতীতের সেই মহা আদর্শ,
 জাগিব নূতন ভাবের রাজ্যে, রচিব প্রেমের ভারতবর্ষ ।
 এ দেবভূমির প্রতি তৃণ 'পরে আছে বিধাতার করুণা-দৃষ্টি,
 এ মহাজাতির মাথার উপরে করে দেবগণ পুষ্পবৃষ্টি ।

—বিজয়কুমার ৫ম

(২১)

শাসন-সংযত-কণ্ঠ, জননি ! গাহিতে পারি না গান ।
তাই মরম-বেদনা লুকাই মরমে, আধারে ঢাকি মা প্রাণ ॥

সহি প্রতিদিন কোটি অত্যাচার,

কোটি পদাঘাত, কোটি অবিচার,

তবু হাসিমুখে বলি বারবার,

“স্বখী কেবা আর মোদের সমান ?”

বিনা অপরাধে অস্ত্রহীন কর,

অন্নাভাবে অতি শীর্ণ কলেবর,

তবু আশে-পাশে শত গুপ্তচর,

প্রতি পদে লয় মোদের সন্ধান ॥

শোষণে শূন্য কমলা-ভাণ্ডার,

গৃহে গৃহে মম ভৈদী হাহাকার,

যে বলে এ কথা অপরাধ তার,

হায় হায়, এ কি কঠোর বিধান !

না জানি জননি ! কতদিন আর

নীরবে সহিব হেন অত্যাচার,

উঠিবে কি কভু বাজিয়ে আবার

স্বাধীন ভারতে বিজয়-বিষাণ ?

—কামিনীকুমার ভট্টাচার্য

(২২)

হও ধরমেতে ধীর, হও করমেতে বীর
হও উন্নত-শির,—নাহি ভয় ।

ভুলি' ভেদাভেদ-জ্ঞান, হও সবে আগুয়ান্,
সাথে আছে ভগবান,—হবে জয় ।

নানা ভাষা, নানা মত, নানা পরিধান,
বিবিধের মাঝে দেখ মিলন মহান ;
দেখিয়া ভারতে মহাজাতির উত্থান
জগজন মানিবে বিস্ময় !

জগজন মানিবে বিস্ময় !

তেরিশ কোটি মোরা নহি কভু ক্ষৌণ,
হ'তে পারি দীন, তবু নহি মোরা হীন :
ভারতে জনম, পুনঃ আসিবে স্তুদিন,
ঐ দেখ প্রভাত উদয় !

ঐ দেখ প্রভাত উদয় !

শ্রায় বিরাজিত যাদের করে,
বিল্প পরাজিত তাদের শরে ;
সাম্য কভু নাহি স্বার্থে ডরে,
সত্যের নাহি পরাজয় !

সত্যের নাহি পরাজয় !

—অতুলপ্রসাদ সেন

বন্দে মাতরম্

(২৩)

হে মোর চিত্ত, পুণ্যতীর্থে
জাগো রে ধীরে—

এই ভারতের মহামানবের
সাগর-তীরে ।

হেথায় দাঁড়ায়ে ছু-বাছ বাড়ায়ে
নমি নর-দেবতারে,
উদার ছন্দে পরমানন্দে
বন্দন করি তাঁরে ।

ধ্যান-গম্ভীর এই-যে ভূধর,
নদী-জপমালা-প্লুত প্রান্তর,
হেথায় নিত্য হেরো পবিত্র
ধরিত্রীরে,

এই ভারতের মহামানবের
সাগর-তীরে ॥

কেহ নাহি জানে কার আহ্বানে
কত মানুষের ধারা
ছুর্ব্বার শ্রোতে এলো কোথা হ'তে
সমুদ্রে হলো হারা ।

হেথায় আৰ্য্য, হেথা অনাৰ্য্য
হেথায় দ্রাবিড়, চীন—

শক ছন-দল পাঠান মোগল
 এক দেহে হলো লীন।
 পশ্চিমে আজি খুলিয়াছে দ্বার,
 সেথা হ'তে সবে আনে উপহার,
 দিবে আর নিবে, মিলাবে মিলিবে
 যাবে না ফিরে,
 এই ভারতের মহা-মানবের
 সাগর-তীরে ॥

এসো হে আর্য্য, এসো অনার্য্য
 হিন্দু মুসলমান।
 এসো এসো আজ তুমি ইংরাজ,
 এসো এসো খৃষ্টান।
 এসো ব্রাহ্মণ, শুচি করি' মন
 ধরো হাত সবাকার,
 এসো হে পতিত, হোক্ অপনীত
 সব অপমান ভার।
 মা'র অভিষেকে এসো এসো স্বরা
 মঙ্গলঘট হয়নি-যে ভরা,
 সবার পরশে পবিত্র-করা
 তীর্থ-নীরে।
 আজি ভারতের মহামানবের
 সাগর-তীরে ॥

(২৪)

ওরে ক্ষ্যাপা, যদি প্রাণ দিতে চাস্,

এই বেলা তুই দিয়ে দে না !

ওরে, মায়ের তরে প্রাণটি দেবার

এমন সুযোগ আর হবে না ।

যখন দুদিন আগে, দুদিন পরে তফাৎ মাত্র এই,—

তখন অমূল্য এ মানব-জনম বুথা দিতে নেই ;—

ওরে ক্ষ্যাপা !

মায়ের দেওয়া এ ছার জীবন দে রে মায়ের তরে,

অমর জীবন পাবি রে ভাই, জগৎ-মায়ের ঘরে ;

কি দিয়েছিঁস্ লিখ্বে যখন পরকালের খাতা—

তখন তোরই দানে হবে উজল বইয়ের প্রথম পাতা ;

ওরে ক্ষ্যাপা !

— যতীন্দ্রমোহন বাগ্‌চী

(২৫)

ঠেঁরে ঠেঁরে ঠেঁরে তোরা হিন্দু মুসলমান সকলে ভাই,
 বাজিছে বিষণ, উড়িছে নিশান, আয়রে সকলে ছুটিয়া যাই,
 আট কোটি প্রাণ, হ'রে আগুয়ান, জননী তোদের ডাকিছে ভাই।
 দেখ'রে দেখ'রে যায় রসাতল, জাতীয় উন্নতি বাঙালীর বল,
 রাজদ্বারে আর নাহি প্রতিকার, আপনার পায়ে দাঁড়ারে ভাই।
 নগরে নগরে জ্বাল'রে আগুন, হৃদয়ে হৃদয়ে প্রতিজ্ঞা দারুণ,
 বিদেশী বাণিজ্যে কর পদাঘাত, মায়ের দুর্দশা ঘুচারে ভাই।
 আপনি বিধাতা সেনাপতি আজ, ডাকিছেন সব—‘সাজ'রে সাজ',
 স্বদেশী সংগ্রাম চাহে আত্মদান, “বন্দে মাতরম্” গাওরে ভাই।

—সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

এই শোন, এই শোন, স করুণ মায়ের আহ্বান ;
 আয় ছুটে আয়, আছিস্ কোথায় অধুত সন্তান !
 কে এখানে বসি' করে ছেলেখেলা,
 অলসে বিলাসে কে কাটায় বেলা,
 বিবাদে বিষাদে লাজে অপমানে কে বা ম্রিয়মান ?

ওই শোন্, ওই শোন্, মায়ের আহ্বান !
 জননীর হৃথে কাঁদে নাকি আজ কাহারো পরাণ ?
 কে মুছাবে মা'র নয়নের জল,
 কে মায়ের মুখ করিবে উজ্জ্বল,
 কে সাধিতে চাহে প্রাণপণ করি' মায়ের কল্যাণ !
 ওই শোন্, ওই শোন্, মায়ের আহ্বান !

—রমণীমোহন ঘোষ.

(২৭)

ও আমার দেশের মাটি,
 তোমার 'পরে ঠেকাই মাথা
 তোমাতে বিশ্বময়ীর
 (তোমাতে বিশ্ব মায়ের)
 ঝাঁচল পাতা ॥
 তুমি মিশেছো মোর দেহের সনে,
 তুমি মিলেছো মোর প্রাণে মনে,
 তোমার ঐ শ্রামলবরণ কোমলমূর্তি
 মর্মে গাঁথা ॥

তোমার কোলে জনম আমার,
 মরণ তোমার বুকে ;
 তোমার 'পরেই খেলা আমার,
 হুঃখে স্মৃথে ।

তুমি অন্ন মুখে তুলে দিলে,
 তুমি শীতল জলে জুড়াইলে,
 তুমি যে সকল-সহা সকল-বহা,
 মাতার মাতা ॥

অনেক তোমার খেয়েছি গো,
 অনেক নিয়েছি মা,
 তবু জানিনে-যে কী বা তোমায়
 দিয়েছি মা ।

আমার জনম গেল মিছে কাজে,
 আমি কাটানু দিন ঘরের মাঝে,
 ও মা, বৃথা আমায় শক্তি দিলে শক্তিদাতা ।

—রবীন্দ্রনাথ

(২৮)

চন্ রে চন্ রে চন্ রে ও ভাই

জীবন-আহবে চন্ ।

বাজ্বে সেথা রণ-ভেরী

আস্বে প্রাণে বল ।

বেঁচে থেকে ভাই সুখ কি আছে,

লাগুক জীবন দেশের কাজে,

জীবন দিলে জীবন পাবে

হউক জনম সফল ।

—মনোমোহন চক্রবর্তী

(২৯)

উড়িয়ে ধরজা অভভেদী রথে

ঐ-যে তিনি, ঐ-যে বাহির পথে ॥

আয়রে ছুটে, টান্তে হবে রসি,

ঘরের কোনে রইলি কোথায় বসি ?

ভিড়ের মধ্যে ঝাঁপিয়ে প'ড়ে গিয়ে

ঠাই করে তুই নে রে কোন মতে ।

কোথায় কি তোর আছে ঘরের কাজ,

সে-সব কথা ভুলতে হবে আজ ।

টান্‌রে দিয়ে সকল চিত্তকায়া,

টান্‌রে ছেড়ে তুচ্ছ প্রাণের মায়া,

চল্‌রে টেনে আলোয় অন্ধকারে

নগর গ্রামে অরণ্যে পৰ্ব্বতে ।

ঐ-যে চাকা ঘুরছে ঝন্‌ঝনি

বুকের মাঝে শুন্‌ছ কি সেই ধ্বনি ?

রক্তে তোমার ছল্‌ছে নাকি প্রাণ

গাইছে না মন মরণজয়ী গান ?

আকাঙ্ক্ষা তোর বহ্যাবেগের মত

ছুট্‌ছে নাকি বিপুল ভবিষ্যতে ।

—রবীন্দ্রনাথ

(৩০)

এসেছে ডাক, বেজেছে শাঁখ,
 কে যাবি আয় আয় ;
 বেলা যে বহে' যায় ।
 কোরো না দেরী, কোরো না দেরী,
 শোনো নি কানে ভেরী ?
 ডেকেছে গুরু, খেলা যে শুরু—
 বাহির আঙিনায় ॥
 আয় রে তোরা কে দিবি প্রাণ,
 কে আজ সব করিবি দান :
 মায়ের লাজ, ঘুচাবি আজ—
 সতেজ দৃপ্ততায় ॥

— জাতীয় শিল্পীপরিষদ

(৩১)

জীবন নেওয়া নয় রে ব্রত,
 জীবন দেওয়া পণ ;
 শত্রু জেনেও হাসিমুখে
 দিই যে আলিঙ্গন ।
 সত্যাগ্রহ ধর্ম মোদের,
 মন্ত্র সে যে আত্মবোধের
 বিশ্ব কায়েও ডরাইনেকো
 অস্তর দুর্দম ।

অস্ত্র মোদের নাইকো হাতে
 মাথায় অভয়-বর ;
 বিভেদ-প্রাচীর গুঁড়িয়ে ফেলে
 গড়ি মিলন-ঘর ।
 আধার পথের আমরা শিখা,
 নূতন যুগের অগ্নিলিখা—
 মা'র দেউলে জ্বালিয়ে রাখি
 প্রদীপ অগুঞ্জন ।

—প্রভাত বসু

(৩২)

কে ওরা ভক্ত হৃদয়-রক্তে রাঙ্গিয়ে পথের ধূলি,
উড়ায়ে উর্ধ্বে মাতৃ-পতাকা সকল স্বার্থ ভুলি,
চলিয়াছে ধ্রুব-আলোক পানে দলিয়া অঙ্ককার,

মৃত্যু-বিজয়ী বীর-দল, লহ লহ মম নমস্কার ।
ললাট রক্ত-তিলক-ভূষিত, সকল অঙ্গ শোণিতময়,
সহি' পৃষ্ঠে শত কশাঘাত, মুখে গাহিছে মায়েরি জয়,
সরম ভয় করেছে লয় ঘৃচাতে চরণ-শৃঙ্খলভার,

মৃত্যু-বিজয়ী বীর-দল, লহ লহ মম নমস্কার ।
জীর্ণ-প্রাচীর কারার ছুয়ারে হানি সবলে কঠোর বাজ,
গুচি সততায় সব হীনতায় কাপুরুষতায় দিয়াছ লাজ,
বিধাতার দূত আনিবে ধরায় মন্দাকিনীর ধার,

মৃত্যু-বিজয়ী বীর-দল, লহ লহ মম নমস্কার ।
রাষ্ট্র ধর্ম সমাজে নব মুক্তিমন্ত্র করিতে দান,
করেছ তুচ্ছ উচ্চ আশা শাস্তি সুখ গৌরব মান,
তোমরা স্থির, শান্ত তোমরা, রুদ্র মূর্তি ঝটিকার,

মৃত্যু-বিজয়ী বীর-দল, লহ লহ মম নমস্কার ।
আজি বিশ্ব মুক্তনয়নে হেরিছে এ মহা-অভিষান,
জাগায়ে পুণ্যকীর্তিকাহিনী, মোহ-তিমির-মগণ প্রাণ,
জাগ্রত নবযৌবন-জলতরঙ্গ রোধে সাধ্য কার,

মৃত্যু-বিজয়ী বীর-দল, লহ লহ মম নমস্কার ।

—কামিনীকুমার ভট্টাচার্য্য

(৩৩)

জনগণমন-অধিনায়ক জয় হে ভারত-ভাগ্য-বিধাতা ।
 পঞ্জাব সিন্ধু গুজরাট মারাঠা দ্রাবিড় উৎকল বঙ্গ,
 বিক্ষ্য হিমাচল যমুনা গঙ্গা উচ্ছল জলধি-তরঙ্গ,
 তব শুভ নামে জাগে তব শুভ আশিষ মাগে,
 গাহে তব জয়গাথা ।

জনগণ-মঙ্গলদায়ক জয় হে ভারত-ভাগ্য-বিধাতা ।
 জয় হে, জয় হে, জয় হে, জয় জয় জয়, জয় হে ॥

অহরহ তব আহ্বান প্রচারিত, শুনি তব উদার বাণী,
 হিন্দু বৌদ্ধ শিখ জৈন পারসিক মুসলমান খ্রীষ্টানী,
 পূর্ব পশ্চিম আসে তব সিংহাসন পাশে,
 প্রেমহার হয় গাঁথা ।

জনগণ-ঐক্যবিধায়ক জয় হে ভারত-ভাগ্য-বিধাতা ।
 জয় হে, জয় হে, জয় হে, জয় জয় জয়, জয় হে ॥

পতন-অভ্যুদয় বন্ধুর পন্থা, যুগ-যুগ-ধাবিত যাত্রী,
 তুমি চিরসারথি, তব রথচক্রে মুখরিত পথ দিনরাত্রি ।
 দারুণ বিপ্লবমাবে তব শঙ্খধ্বনি বাজে
 সংকট-দুঃখ-ব্রাতা ।

জনগণ-পথপরিচায়ক জয় হে ভারত-ভাগ্য-বিধাতা ।
 জয় হে, জয় হে, জয় হে, জয় জয় জয়, জয় হে ॥

ঘোর তিমিরঘন নিবিড় নিশীথে পীড়িত মূচ্ছিত দেশে
জাগ্রত ছিল তব অবিচল মঙ্গল নত-নয়নে অনিমেঘে ।

দুঃস্বপ্নে আতঙ্কে রক্ষা করিলে অঙ্কে,

স্নেহময়ী তুমি মাতা ।

জনগুণ-দুঃখত্রায়ক জয় হে ভারত-ভাগ্য-বিধাতা ।

জয় হে, জয় হে, জয় হে, জয় জয় জয়, জয় হে ॥

রাত্রি প্রভাতিল উদিল রবিচ্ছবি পূর্ব-উদয়গিরি-ভালে,

গাহে বিহঙ্গম, পুণ্য সমীরণ নবজীবন-রস ঢালে ।

তব করুণারুণরাগে নিদ্রিত ভারত জাগে,

তব চরণে নত মাথা ।

জয় জয় জয় হে, জয় রাজেশ্বর ভারত-ভাগ্য-বিধাতা !

জয় হে, জয় হে, জয় হে, জয় জয় জয়, জয় হে ॥

—রবীন্দ্রনাথ

সমাপ্ত

■

,

